আল
কুরআনুল
কারীম
মূল আরবী সহ সরল বাংলা অনুবাদ, উচ্চারণ,
শানে নুযুল ও প্রয়োজনীয় টীকা সহ।
তনবীর বুক ডিপো
৫ নং শ্রীনাথ বাবু লেন, কলকাতা - ৭৩
১১, কোলুটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

উচ্চারণ নির্দেশিকা

আরবী শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য নীচের নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

ا	এর উচ্চারণ	আ
ب	এর উচ্চারণ	ব
ت	এর উচ্চারণ	ত
ث	এর উচ্চারণ	স
ج	এর উচ্চারণ	জ
ح	এর উচ্চারণ	হ্ব
خ	এর উচ্চারণ	খ
د	এর উচ্চারণ	দ
ذ	এর উচ্চারণ	য
ر	এর উচ্চারণ	র
ز	এর উচ্চারণ	য
س	এর উচ্চারণ	স
ش	এর উচ্চারণ	শ
ص	এর উচ্চারণ	স্ব
ض	এর উচ্চারণ	দ্ব
ط	এর উচ্চারণ	ত্ব
ظ	এর উচ্চারণ	য
ع	এর উচ্চারণ	উ
غ	এর উচ্চারণ	ঘ
ف	এর উচ্চারণ	ফ
ق	এর উচ্চারণ	ক্ব
ك	এর উচ্চারণ	ক
و	এর উচ্চারণ	ও
ه	এর উচ্চারণ	হা
ء	এর উচ্চারণ	আ
ی	এর উচ্চারণ	ই

আরবী	উচ্চারণ	বাংলা
ـَ	যাবার	া
ـِ	যের	ে (ি
ـُ	পেশ	ু
ا	আলিফ	আ, ই, উ
ب	বা	বা, বি, বু
ج	জীম	জা, জি, জু
خ	খা	খ, খি, খু
ذ	যা-ল	যা, যি, যু
ز	যা	যা, যি, যু
س	সীন	সা, সি, সু
ش	শীন	শা, শি, শু
ص	স্বা-দ্	স্ব, স্বি, স্বু
ط	ত্ব	ত্ব, ত্বি, ত্বু
ع	আঈন	আ, ই, উ
غ	গঈন	গ, গি, গু
ف	ফা	ফা, ফি, ফু
ق	ক্বা-ফ্	ক্বা, ক্বি, ক্বু
ك	কা-ফ্	কা, কি, কু
ل	লা-ম্	লা, লি, লু
م	মীম	মা, মি, মু
ن	নূন	না, নি, নু
و	ওয়াউ	ওয়া, বি, বু
ه	হা	হা, হি, হু
ء	হাম্ যা	আ, ই, উ
ی	ইয়া	ইয়া, য়ি, ইয়ু

আল কুরআনের যতি চিহ্ন

যতি চিহ্ন	মূল শব্দ	অর্থ/ভাবার্থ	পাঠক/পাঠিকার করণীয়
○	ওয়াক্ফ তা-ম	পূর্ণবিরতি/দাঁড়ি	বাক্য শেষের চিহ্ন, থামা উচিত।
م	ওয়াক্ফ লা-যিম	আবশ্যিক বিরতি	থামা আবশ্যিক (অন্যথায় অর্থ বিকৃতির সম্ভাবনা)।
ط	ওয়াক্ফ মুত্বলাক্ব	স্বল্প বিরতি/কমা	এখানে একটু থামা উত্তম।
ج	ওয়াক্ফ জা-য়িয	বৈধ বিরতি	থামা ভালো, না থামা বৈধ।
ز	ওয়াক্ফ মুজাউ্ওয়ায	বৈধকৃত বিরতি	না-থামা ভালো, থামা বৈধ।
ص	ওয়াক্ফ মুরখ্খস্	অনুমোদিত বিরতি	শ্বাস ফুরিয়ে গেলে থামা যেতে পারে।
ق	ক্বীলা আলাইহিল ওয়াক্ফ	মতভেদী বিরতি	মতভেদ আছে, না-থামাই ভালো।
قف	ওয়াক্ফ আম্র	নির্দেশক বিরতি	এখানে থেমে যাওয়া উচিত।
صل	ক্বদ্ ইয়ুস্বলু	মিলনকৃত বিরতি	থামা-না-থামা দুই চলে, থামাই ভালো।
صلى	আল্ ওয়াস্ব্লু আউলা	অনুত্তর বিরতি	না-থেমে মিলিয়ে পড়াই উত্তম।
س/سكته	সাক্তাহ্	হ্রস্ব স্ব-শ্বাস বিরতি	শ্বাস না ছেড়ে সামান্য থামা উচিত।
وقفه	ওয়াক্ফ	দীর্ঘ স্ব-শ্বাস বিরতি	শ্বাস না ছেড়ে সামান্য বেশি থামা উচিত।
لا	লা-ওয়াক্ফ আলাইহি	অবৈধ বিরতি	আয়াতের মাঝখানে থাকলে থামা চলবে না।
⁓ (বড়)	বড় মদ	দীর্ঘ স্বরধ্বনি	অক্ষরকে দীর্ঘ স্বরে পাঠ করা।
~	ছোট মদ	স্বল্প দীর্ঘের স্বরধ্বনি	বেশি দীর্ঘ না করে পাঠ করা।

চিহ্ন	নাম	বিবরণ
*	রুকু	রুকু বলা হয় কয়েকটি আয়াত বা বাক্যের সমষ্ঠিকে। রুকু কে এক একটি অনুচ্ছেদ ও বলা যেতে পারে। সমগ্র কুরআন শরীফে ৫৫৮ টি রুকু নির্ধারিত হয়েছে।
(س)	সিজদা	সমগ্র কুরআন শরীফের ভিন্ন ভিন্ন সূরার চৌদ্দটি নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ আয়াত পাঠ করার পর সিজদাহ্ করতে হয়।

রুকূউ' ঃ ১

(০১) সূরা ফা-তিহা'হ্ (মাক্কী)

আয়াত ঃ ৭

رکوعها ١ — سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ (١) — اٰیاتها ٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির্ রহ্‌মা-নির্ রহীম।

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু অনন্ত করুণাময়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ

১. আল্ হা'ম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল আ'-লামীন। ২. আর্ রহ'মা-নির

১ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ২ যিনি অনন্ত

الرَّحِيْمِ ۙ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۗ﴿٣﴾

রহী'ম। ৩. মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দীন।

করুনাময় পরম দয়ালু। ৩ কর্মফল দিবসের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۗ﴿٤﴾

৪. ইইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইইয়্যা-কা নাস্‌তায়ী'ন।

৪ আমরা কেবল আপনারই উপাসানা করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿٥﴾ صِرَاطَ

৫. ইহ্‌দিনাস্ব্ স্বির-ত্বাল্ মুস্‌তাক্বীম। ৬. স্বির-ত্বাল্

৫ আমাদের সঠিক (সত্য) পথে চালিত করুন। ৬ তাদের পথে-

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ

লাযীনা আন্‌আ'ম্‌তা আ'লাইহিম। ৭. গ'ইরিল

যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। ৭ যারা

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۧ﴿٧﴾

মাগ'দ্বূবি আ'লাইহিম ওয়ালাদ্ দ্ব—ল্লীন।

অভিশপ্ত ও পথ ভ্রষ্ট তাদের পথে নয়।

রুকূ' ১ *উ'

নামকরণ ঃ এ সূরার নাম 'আল ফাতিহা' কুরআন শরীফের প্রারম্ভিক সূরা। বিষয় বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই এ নামকরণ করা হয়েছে। যার দ্বারা কোন বিষয়, কোন গ্রন্থ কিংবা কোন কাজ আরম্ভ করা হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি এ সূরাই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে সূরা আলাকের কয়েকটি খণ্ড আয়াত (সম্পূর্ণ বাক্য) অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সূরা পড়ার শেষে 'আমীন' বলা সুন্নাত।

রুকূ' ঃ ৪০

(০২) সূরা বাক্বারাহ্ (মাদানী)

আয়াত ঃ ২৮৬

رُكُوعَاتُهَا ٤٠ (٢) سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ اٰيَاتُهَا ٢٨٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিস্‌মিল্লা-হির্ রহ্‌মা-নির্ রহীম।

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু অনন্ত করুণাময়

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ

১. আলিফ্ লা~ম্ মী~ম্। ২. যা-লিকাল্ কিতা-বু লা-রইবা ফীহ্,

১ আলিফ লাম- মীম। ২ এটি সেই গ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই,

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

হুদাল্ লিল্ মুত্তাক্বীন। ৩. আল্ লাযীনা ইউ'মিনূনা

মুত্তাকীদের জন্যে এ (গ্রন্থ) পথ নির্দেশক। ৩ যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে,

بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا

বিল্-গ'ইবি ওয়া ইয়ুক্বীমূনাস্ব্ স্বলা-তা ওয়া মিম্মা-

আর যারা যথাযথ ভাবে নামায পড়ে এবং তাদের যে রিযিক (দান) করেছি তা

رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ وَ الَّذِيْنَ

রাযাক্বনা-হুম ইয়ুন্‌ফিক্বূন। ৪. ওয়াল্ লাযীনা

হতে ব্যয় করে। ৪ এবং যে গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা

يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ

ইউ'মিনূনা বিমা—উন্‌যিলা ইলাই্‌কা ওয়া মা—উন্‌যিলা

হয়েছে এবং তোমার পূর্বেও যে সব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা

مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

মিন্ ক্বাব্‌লিক্, ওয়া বিল্ আ-খিরাতি হুম ইউক্বিনূন।

বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাসী।

নামকরণ ঃ এ সূরার এক স্থানে 'বকারা' গাভী শব্দটি উল্লেখ হওয়ার কারণে সমগ্র সূরার নাম আল বাকারা নির্দিষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) শির নামের পরিবর্তে সূরার নাম নির্ধারণ করেছেন। নাম গুলো সূরা গুলোর নিদর্শন মাত্র 'এ সূরার নাম 'বাকারা' বলে এতে গাভী সম্পর্কীয় তত্ত্বের আলোচনা হয়েছে এরকম মনে করা ভূল হবে। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকুই যে, (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

৫. উলা~য়িকা আলা হুদাম মির্ রব্বিহিম ওয়া উলা~য়িকা হুমুল মুফ্লিহুন।

৫ তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ

৬. ইন্নাল্ লাযীনা কাফারু সাওয়া~উন্ আলাইহিম আ আন্যার্তাহুম আম্ লাম

৬ নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের তুমি সতর্ক কর বা না কর তাদের পক্ষে উভয়েই সমান, তারা

تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ

তুন্যির্হুম লা-ইয়ুউ্মিনূন। ৭. খতামাল্ল-হু আলা-ক্বুলূবিহিম ওয়া আলা-

কখনই বিশ্বাস করবে না। ৭ আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর করে দিয়েছেন,

سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

সাম্য়িহিম; ওয়া আলা-আব্স্বা-রিহিম গিশা-ওয়াতুঁউ্ ওয়া লাহুম আযা-বুন

আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ এবং তাদের জন্য রয়েছে

عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ

আযীম।* ৮. ওয়া মিনান্ না-সি মাঁই ইয়াক্বূলু আ-মান্না-বিল্লা-হি ওয়া

কঠিন শাস্তি। ৮ মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও

بِالْيَوْمِ الْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَٰدِعُونَ اللَّهَ

বিল্ ইয়াউ্মিল্ আ-খিরি ওয়া মা-হুম বিমুউ্'মিনীন ৮। ৯. ইয়ুখা-দিয়ুনাল্ল-হা

পরকালে বিশ্বাসী, প্রকৃতপক্ষে তারা বিশ্বাসী নয়। ৯ তারা আল্লাহ এবং বিশ্বাসীগণকে প্রতারনা

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

ওয়াল্লাযীনা আ-মানু ওয়া মা-ইয়াখ্দায়ুনা ইল্লা~আন্ফুসাহুম ওয়া মা-ইয়াশ্উরূন।

করতে চায়, আসলে তারা নিজেদেরই প্রতারিত করে যা তারা বুঝতে পারে না।

فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

১০. ফী ক্বুলূবিহিম মারদ্বুন ফাযা-দাহুমুল্ল-হু মারদ্বা-, ওয়া লাহুম আযা-বুন-

১০ তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন

এ সেই সূরা যাতে গাভীর উল্লেখ করা হয়েছে। ১। الم -এরকম বিচ্ছিন্ন বাক্য কুরআন মযীদের আরও বহু সূরার প্রথমে আছে, এরূপ আয়াতকে 'হরুফে মুকাত্তা' আত- বিচ্ছিন্ন অক্ষর বলা হয়। তফসীর বিশারদগণ এগুলির বিভিন্ন অর্থ নির্ধারণ করেছেন। তা না জানলেও কুরআন থেকে পথ নির্দেশ গ্রহনে কোন অসুবিধা হয় না।

১ রুকু ড়*

أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا

আলীমুম্ বিমা-কা-নূ ইয়াক্যিবূন। ১১. ওয়া ইযা-ক্বীলা লাহুম লা-

তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, কারণ তারা। (১১) মিথ্যাচারী যখন তাদের বলা হয় যে,

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

তুফ্সিদূ ফিল্ আর্দ্বি ● ক্বা-লূ- ইন্নামা-নাহ’নু মুস্বলিহূন।

তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا

১২. আলা-ইন্নাহুম হুমুল্ মুফ্সিদূনা ওয়া লা-কিল্লা-ইয়াশ্‌উরূন। ১৩. ওয়া ইযা-

(১২) সাবধান! এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু এর কোন চেতনা তাদের নেই। (১৩) এবং যখন

قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ

ক্বীলা লাহুম আ-মিনূ কামা-আ-মানান্ না-সু ক্বা-লূ- আনুউ্ মিনু

তাদের বলা হয়, অন্যান্য লোকেদের ন্যায় তোমরা ও ঈমান আনো (বিশ্বাস কর) তখন তারা বলে আমরা

كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن

কামা-আ-মানাস্ সুফাহা ~উ, আলা-ইন্নাহুম হুমুস্ সুফাহা~উ ওয়া লা-কিল্

কি নির্বোধ লোকদের ন্যায় বিশ্বাস করব? সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা

لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا

লা ইয়াঅ’লামূন। ১৪. ওয়া ইযা-লাক্বুল্ লাযীনা আ-মানূ ক্বা-লূ- আ-মান্না, ওয়া ইযা-

তা জানেন; (১৪) যখন তারা বিশ্বাসীগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করেছি কিন্তু যখন

خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

খালাউ্ ইলা-শায়া-ত্বীনিহিম্ ● ক্বা-লূ- ইন্না-মাআকুম ● ইন্নামা-নাহ্নু

দলপতি শয়তানদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলে আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি। আর ওদের সাথে

مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

মুস্‌তাহ্‌যিউন। ১৫. আল্লা-হু ইয়াস্‌তাহ্‌যিউ বিহিম ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম ফী ত্বুগ’ইয়া-নিহিম

আমরা শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপ করি। (১৫) আল্লাহ তাদের সাথে পরিহাস করেন, আর অবকাশদেন, ফলে

يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ

ইয়াঅ’মাহূন। ১৬. উলা~য়িকাল্ লাযীনাশ্ তারাউদ্ দ্বলা-লাতা বিল্ হুদা-

বিভ্রান্তের ন্যায় তারা ঘুরে বেড়ায়। (১৬) এরাই হেদায়েতের (সৎ পথের) পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে।

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾

ফামা–রবিহাত্ তিজা-রতুহুম ওয়া মা কা-নূ মুহ্তাদীন।

সুতরাং তাদের এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথের অনুসারী নয়।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَاۤءَتْ

১৭. মাসালুহুম কামাসালিল্ লাযিস্তাও্ক্বাদা না-রা, ফালাম্মা- আদ্বা~আত্

১৭ তাদের দৃষ্টান্ত সেই লোকের মত, যে ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, যখন তা চারদিক আলোকিত

مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ

মা-হাউলাহু যাহাবাল্লা-হু বিনূরিহিম ওয়া তারাকাহুম ফী যুলুমা-তিল্

হয়ে উঠল তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি অপসারিত করে নিলেন এবং তাদের ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন,

لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

লা-ইয়ুব্স্বিরূন। ১৮. স্বুম্মুম্ বুক্মুন উম্ইয়ুন ফাহুম লা-ইয়ার্জিঊন।

তারা কিছুই দেখতে পায়না। ১৮ তারা বধির, বোবা, অন্ধ, সুতরাং তারা ফিরবে না।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ

১৯. আউ কাস্বইয়্যিবিম মিনাস্ সামা~য়ি ফীহি যুলুমা-তুউঁ ওয়া রাঅ্'দুউঁ ওয়া বার্ক্ব্,

১৯ অথবা তাদের দৃষ্টান্ত যেন আকাশ হতে মুশালধারে বৃষ্টি পড়ছে, যাতে রয়েছে অন্ধকার,

يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ

ইয়াজ্আলূনা আস্বা-বিআহুম ফী- আ-যা-নিহিম মিনাস্ স্বওয়া-ইক্বি হাযারাল্

বজ্রধ্বনিও বিদ্যুতের চমক। বজ্র ধ্বনি শুনে তারা মৃত্যু ভয়ে কানে আঙুল দেয়,

الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ

মাউত্, ওয়াল্লা-হু মুহীত্বুম বিল্ কা-ফিরীন। ২০. ইয়াকা-দুল বারক্বু

আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বেষ্টন করে আছেন। ২০ বিদ্যুতের চমক তাদের দৃষ্টিশক্তিকে

يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَاۤءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ

ইয়াখ্ত্বাফু আব্স্বা-রাহুম, কুল্লামা-আদ্বা~আ লাহুম মাশাউ্ ফীহি ওয়া- ইযা-

প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই তারা বিদ্যুতের আলো দেখতে পায় তখনই তারা পথ চলতে থাকে

اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ

আয্লামা আলাইহিম ক্বা-মূ,ওয়া লাউ্ শা~আল্লা-হু লাযাহাবা বিসাম্ইহিম্

এবং যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি

وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا

ওয়া আব্স্বা-রিহিম, ইন্নাল্লা-হা আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।* ২১. ইয়া-আইয়্যুহান্

হরণ করে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (২১) হে মানুষ,

النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

না-সুঅ'বুদূ রাব্বাকুমুল্ লাযী খালাক্বাকুম ওয়াল্ লাযীনা মিন্

তোমরা তোমাদের সেই আল্লাহর উপাসনা কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি কর্তা।

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

ক্বব্লিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাক্বূন। ২২. আল্লাযী জাআলা লাকুমুল আর্দ্বা

যাতে তোমরা আত্ম রক্ষা করতে পার। (২২) যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিছানা

فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

ফিরা-শাওঁ ওয়াস্ সামা~আ বিনা~আওঁ ওয়া আন্যালা মিনাস্ সামা~য়ি মা~ আন্ ফাআখ্রজা

ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে তার সাহায্যে

بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَ

বিহী মিনাস্ সামারা-তি রিয্ক্বাল্ লাকুম, ফালা-তাজ্আলূ লিল্লা-হি আন্দা-দাওঁ ওয়া

নানা প্রকার ফল-মূল উৎপন্ন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। অতএব জেনে শুনে তোমরা অন্য কাউকে আল্লাহর

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ

আন্তুম তাঅ'লামূন। ২৩. ওয়া ইন্ কুন্তুম ফী রইবিম্ মিন্মা-নায্যাল্না- আলা

সমকক্ষ স্বীকার করো না। (২৩)৩ আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের

عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ

আব্দিনা-ফা'তূ বিসূরাতিম্ মিম্ মিস্লিহী ওয়াদ্উ শুহাদা~আকুম

কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা সত্যবাদী হলে

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا

মিন্ দূনিল্লা-হি ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ২৪. ফাইল্ লাম্ তাফ্আলূ

আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষীকে আহ্বান কর। (২৪) যদি তোমরা এরূপ না কর,

وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ

ওয়া লান্ তাফ্আলূ ফাত্তাক্বুন্ না-রল্ লাতী ওয়াক্বুদুহান্ না-সু ওয়াল্

এবং কখনই তা করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে তোমরা ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ

الْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

হিজা-রহ্, উইদ্দাত্ লিল্ কা-ফিরীন। ২৫. ওয়া বাশ্‌শিরিল্ লাযীনা আ-মানূ

ও পাথর যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ২৫ যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ওয়া আমিলুস্ স্বা-লিহ্বা-তি আন্না লাহুম জান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্ব'তিহাল্

তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।

الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۙ قَالُوا

আন্‌হা-র; কুল্লামা-রুযিক্বূ মিন্‌হা-মিন সামারতির্ রিয্‌ক্বন্ ক্বা-লূ

যখনি কোন ফল তাদের সেখানে খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে,

هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ

হা-যাল্ লাযী রুযিক্বনা-মিন্ ক্বব্‌লু ওয়া উতূ বিহী মুতাশা-বিহা,- ওয়া লাহুম

এ ধরনের ফলই ইতি পূর্বে আমাদের খেতে দেয়া হতো। এবং সেখানে

فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ

ফীহা-আয্‌ওয়া-জুম্ মুত্বহ্‌হারাতুঁও ওয়া হুম ফীহা-খা-লিদূন। ২৬.ইন্নাল্লা-হা

তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। ২৬ নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

লা ইয়াস্‌তাহ'য়ী- আঁই ইয়াদ্বরিবা মাসালাম্ মা-বাউদ্বাতান্ ফামা-ফাউক্বাহা-,

মশা কিংবা তদপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না সুতরাং যারা

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا

ফাআম্মাল্ লাযীনা আ-মানূ ফাইয়াঅ'লামূনা আন্নাহুল হাক্বক্বু মির্ রব্বিহিম, ওয়া আম্মাল্

বিশ্বাসী তারা জানে যে, এ উদাহরণ সমূহ সত্য যা তাদের প্রতিলকের নিকট থেকে এসেছে।

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

লাযীনা কাফারূ ফাইয়াক্বূলূনা মা-যা-আরা-দাল্লা-হু বিহা-যা মাসালা- ৫।

কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন?

৫ অক্ফে লাযিম

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ

ইয়ুদ্বিল্লু বিহী কাসীরওঁ ওয়া ইয়াহ্‌দী বিহী কাসীরা-, ওয়া মা-ইয়ুদ্বিল্লু বিহী-

এভাবে আল্লাহ বহু লোককে বিভ্রান্ত করেন এবং বহু লোককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ

ইল্লাল্ ফা-সিক্বীন। ২৭. আল্লাযীনা ইয়ানক্বুদ্বূনা আহ্দাল্লা-হি মিম্ বা'দি

এবং যারা সত্যত্যাগী তিনি তাদেরই বিভ্রান্ত করেন। ২৭ যারা আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় অঙ্গিকার

مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ

মীসা-ক্বিহী ওয়া ইয়াক্বত্বউনা মা-আমারাল্লাহু- বিহী- আঁই ইয়ু'স্বলা

করার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক আল্লাহ অক্ষুন্ন রাখার আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে

وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

ওয়া ইয়ুফসিদূনা ফিল্ আরদ্ব, উলা~য়িকা হুমুল খা-সিরূন।

এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২৮ তোমরা কি করে

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ

২৮. কাইফা তাক্ফুরূনা বিল্লা-হি ওয়া কুনতুম আম্ওয়া-তান্ ফাআহ'ইয়া-কুম, সুম্মা ইয়ুমীতুকুম

আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণ হীন, তিনি তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন,

ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ

সুম্মা ইয়ুহ্য়ীকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাঊন। ২৯. হুওয়াল্ লাযী খালাক্বা লাকুম

পুনরায় তিনি তোমাদের জীবন্ত করবেন, অবশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরতে হবে। ২৯ তিনিই তোমাদের জন্যে

مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۗءِ فَسَوّٰىهُنَّ

মা-ফিল্ আরদ্বি জামীআন্-, সুম্মাস্ তাওয়া-ইলাস্ সামা~য়ি ফাসাউবা-হুন্না

পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি দেন

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۭ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾ ع وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ

সাব্আ সামা-ওয়া-ত্, ওয়া হুবা বিকুল্লি শাইয়িন্ আলীম।* ৩০. ওয়া ইয্ ক্বা-লা রাব্বুকা

এবং সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেন, আর তিনি সকল বিষয়েই অভীজ্ঞ। ৩০ আর স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক

৩ রুকূ' *

لِلْمَلٰۗىِٕكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۭ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ

লিল মালা~য়িকাতি ইন্নী জা-ইলুন ফিল্ আরদ্বি খলীফাহ্, ক্বা-লূ- আতাজ্আলু

ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করব। তারা বলল আপনি পৃথিবীতে কি এমন একটি

টীকা (আয়াত ঃ ২৮) ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন - যখন তোমরা তোমাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিলে, তখন তোমরা কোন বস্তুই ছিলে না। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করলেন, তারপর পুনরায় মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনরুত্থান দিবসে জীবিত করবেন।

টীকা (আয়াত ঃ ২৯) ঃ কোন কোন তফসীর বিশারদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, "অতঃপর আল্লাহ্ আকাশের উপর আরোহণ করেন (বুখারী)। এর দ্বারা উচ্চতা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। এবং আকাশমণ্ডলী সাতটি স্তরে বিন্যস্ত করেন।

فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

ফীহা- মাঁই ইয়ুফ্সিদু ফীহা- ওয়া ইয়াস্ফিকুদ্ দিমা~আ, ওয়া নাহ'নু নুসাব্বিহু
জীব সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্ত পাত করবে অথচ আমরাইতো আপনার প্রশংসা, মহিমা

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

বিহাম্দিকা ওয়া নুক্বদ্দিসু লাক্, ক্বা-লা ইন্নী- আ'লামু মা-লা- তা'লামূন।
ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ

৩১. ওয়া আল্লামা আ-দামাল্ আস্মা~আ কুল্লাহা-সুম্মা আরাদ্বাহুম আলাল্ মালা~য়িকাতি
৩১ এবং তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন, আর তা সবই ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ

فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

ফাক্বা-লা আম্বিঊনী বিআস্মা~য়ি হা-উলা~য়ি ইন্ কুন্তুম স্বা-দ্বিক্বীন।
করে বললেন, তোমরা এসব জিনিসের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ

৩২. ক্বা-লূ সুব্হা-নাকা লা-ইলমা লানা-ইল্লা-মা-আল্লাম্তানা-, ইন্নাকা আন্তাল্ আলীমুল
৩২ তারা বলল, পবিত্রতা আপনার। আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তার বাইরে আমরা কিছুই জানিনা,

ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم

হাকীম। ৩৩. ক্বা-লা ইয়া-আ-দামু আম্বিহ্'-হুম বিআস্মা~য়িহিম, ফালাম্মা-আম্বাআহুম
নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব দ্রষ্টা। ৩৩ তিনি বললেন, হে আদম! এ সকল বস্তুর নাম বলে দাও।

بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

বিআস্মা~য়িহিম ০ ক্বা-লা আলাম্ আক্বুল্ লাকুম ইন্নী- আ'লামু গৃইবাস্ সামা-ওয়া-তি
যখন তিনি এদের নাম বলে দিলেন, তিনি বললেন আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আকাশ ও পৃথিবীর

وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ

ওয়াল্ আর্দ্বি ০ ওয়া আ'লামু মা-তুব্দূনা ওয়া মা-কুন্তুম তাক্তুমূন। ৩৪. ওয়া ইয্
সব কিছুর সম্পর্কে অবহিত যা তোমাদের অজ্ঞাত এবং তোমরা যা প্রকাশকর এবং যা গোপন কর সেসবও আমি জানি। ৩৪ যখন

قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ

ক্বুল্না-লিল্ মালা~য়িকাতিস্জুদূ লি আ-দামা ফাসাজাদূ ইল্লা-ইব্লীস, আবা-
আমি ফেরেশতা দের বললাম, আদমের প্রতি নত হও; তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হল, সে অমান্য

وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ

ওয়াস্‌তাক্‌বারা ওয়া কা-না মিনাল্ কা-ফিরীন। ৩৫. ওয়া ক্বুল্‌না- ইয়া- আ-দামুস্‌কুন্

করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৩৫ আমি আদমকে বললাম,

اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا

আন্‌তা ওয়া যাউজুকাল্ জান্নাতা ওয়া কুলা-মিন্‌হা-রাগাদান্ হাইসু শিই'তুমা- ওয়া লা-

তুমিও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং যেখানে যা ইচ্ছা আহার কর।

تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاَزَلَّهُمَا

তাক্বরাবা-হা-যিহিশ্ শাজারাতা-ফাতাকূনা-মিনায্ যা-লিমীন। ৩৬. ফাআযাল্‌লাহুমাশ্

কিন্তু এই বৃক্ষটির নিকট যেও না, অন্যথায় তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৩৬ কিন্তু শয়তান

الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا

শাইত্বা-নু আন্‌হা-ফাআখ্‌রজাহুমা- মিম্মা- কা-না ফীহি ওয়া ক্বুল্‌নাহ্‌বিত্বূ

সেখান হতে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান হতে তাদের বহিস্কার করল।

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ

বাআ'দ্বুকুম লিবাআ'দ্বিন্ আদুউ্‌বুন্ ওয়া লাকুম ফিল্ আর্‌দ্বি মুস্‌তাক্বর্‌রুঁউ ওয়া মাতা-উন্

আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের বসবাস

اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ

ইলা- হ্বীন। ৩৭. ফাতালাক্ক্বা- আ-দামু মির্ রব্বিহী কালিমা-তিন্ ফাতা-বা আলাইহ্,

ও জীবিকা রইল। ৩৭ অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল।

اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ

ইন্নাহু হুবাত্ তাউ্‌ওয়া-বুর্ রহীম। ৩৮. ক্বুলনাহ্‌বিত্বূ মিন্‌হা-জামীআ-,

আল্লাহ তা কবুল করলেন, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩৮ আমি বললাম, তোমরা এখান হতে নেমে যাও,

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ

ফাইম্মা-ইয়া'তিয়ান্নাকুম মিন্নী হুদান্ ফামান্ তাবিআ হুদা -ইয়া ফালা-খউ্‌ফুন্

অতঃপর আমার নিকট হতে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছাবে, যারা আমার সে বিধান

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا

আলাই্‌হিম ওয়া লা-হুম ইয়াহ্‌যানূন। ৩৯. ওয়াল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্‌যাবূ

অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই ও কোন চিন্তা থাকবে না। ৩৯ আর যারা তা অস্বীকার করবে

৪ রুকূ' *

بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

বিআ-য়া-তিনা- উলা~য়িকা আস্হা-বুন্ না-র, হুম ফীহা- খা-লিদূন।

এবং আমার বানীকে মিথ্যা মনে করবে, নিশ্চয় তারা অগ্নিবাসী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

৪০. ইয়া-বানী- ইস্রা~য়ীলায্কুরূ নিই'মাতিইয়াল্ লাতী~ আন্আম্তু আলাই্কুম

৪০ হে বনী ইসরাইল! আমার দেয়া অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের দিয়েছি, আর আমার সাথে

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَ

ওয়া আউ্ফূ বিআহ'দী~ উফি বিআহ্দিকুম,ওয়া ইই্য়্যা-ইয়া ফার্হাবূন। ৪১. ওয়া

তোমাদের যে অঙ্গিকার করে ছিলে তা পূর্ণ কর, তাহলে আমিও তোমাদের প্রতি দেয়া অঙ্গিকার পূরণ করব, এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় কর।

اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ

আ-মিনূ বিমা~আন্যাল্তু মুস্বাদ্দিক্বল্ লিমা-মাআকুম ওয়া লা- তাকূনূ- আউ্ওয়ালা

৪১ এবং বিশ্বাস কর যা আমি অবতীর্ণ করেছি তোমাদের কাছে তার সমর্থক রুপে যা আছে আর তোমরাই প্রথম'

كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ

কা-ফিরিম্ বিহী ওয়া লা-তাশ্তারূ বিআ-ইয়া-তী সামানান্ ক্বলীলাঁউ্ ওয়া ইই্য়্যা-ইয়া

অবিশ্বাস কারী হয়োনা। আর সামান্য মূল্যে' আমার বাণীকে বিক্রি করো না! তোমরা শুধু আমাকেই

فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا

ফাত্তাক্বূন। ৪২. ওয়া লা-তাল্বিসুল্ হাক্ক্বা বিল্-বা-ত্বিলি ওয়া তাক্তুমুল্

ভয় কর। ৪২ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে

الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا

হাক্ক্বা ওয়া আন্তুম তাঅ'লামূন। ৪৩. ওয়া আক্বীমুস্ স্বলা-তা ওয়া আ-তুয্

সত্য গোপন করো না। ৪৩ যথাযথ ভাবে নামাজ পড় ও যাকাত দাও,

الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ

যাকা-তা ওয়ার্কাউ মাআর্ রা-কিঈন। ৪৪. আতা'মুরূনান্ না-সা

আর যারা আমার সম্মুখে অবনত হয়, তাদের সাথে অবনত হও। ৪৪ তোমরা কি মানুষ কে সৎ কাজের আদেশ দাও,

بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا

বিল বির্রি ওয়া তান্সাউ্না আন্ফুসাকুম ওয়া আন্তুম তাত্লূনাল্ কিতা-ব, আফালা-

আর নিজেরা বিস্মৃত হয়ে থাকো? অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যায়ন কর তবে কি তোমরা

تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا

তাঅ'ক্বিলূন। ৪৫. ওয়াস্তাঈনূ বিস্ স্বব্‌রি ওয়াস্ স্বলা-হ্, ওয়া ইন্নাহা-

বোঝ না। ৪৫ ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর,

لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ

লাকাবীরাতুন্ ইল্লা- আলাল্ খা-শিঈন। ৪৬. আল্লাযীনা ইয়াযুন্নূনা

অবশ্য বিনীত লোকগণ ব্যতীত অন্যের কাছে এ অত্যান্ত কঠিন। ৪৬ যারা মনে করে যে,

اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾ يٰبَنِيْٓ

আন্নাহুম্ মুলা-ক্বূ রব্বিহিম ওয়া আন্নাহুম ইলাইহি রা-জিউন।* ৪৭. ইয়া-বানী-

নিশ্চিতভাবে প্রতি পালকের সাথে সাক্ষাত ঘটবে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ৪৭ হে

اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ

ইস্‌রা~য়ীলা-য্‌কুরূ নিই'মাতিইয়াল্লাতী- আন্‌আম্‌তু আলাইকুম ওয়া আন্নী

বনী ইসরাইল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা আমি তোমাদের কে দিয়েছি

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ

ফাদ্দ্বল্‌তুকুম আলাল্ আ-লামীন। ৪৮. ওয়াত্তাক্বূ ইয়াউ্মাল্ লা-তাজ্‌যী নাফ্‌সুন্

এবং আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি বিশ্বে সবার উপরে; ৪৮ এবং সেই দিনের ভয় কর যে দিন

عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ

আন্ নাফ্‌সিন্ শাইআউঁ ওয়া লা-ইয়ুক্ববালু মিন্‌হা-শাফা-আতুউঁ ওয়া লা-ইয়ু'খাযু

কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, আর কোন ক্ষতিপূরণও

مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ

মিন্‌হা-আদ্‌লুউঁ ওয়া লা-হুম ইয়ুন্‌স্বারূন। ৪৯. ওয়া ইয্ নাজ্জাইনা-কুম মিন্

গ্রহণ করা হবে না, এবং কেউ কোন রকম সাহায্যও পাবে না। ৪৯ স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের

اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ

আ-লি ফির্‌আউনা ইয়াসূমূনাকুম সূ~আল্ আযা-বি ইয়ুযাব্বিহূনা

ফেরাউনের দলবলের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলাম যারা তোমাদের কঠিন শাস্তি দিত,

اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ

আব্‌না~আকুম ওয়া ইয়াস্‌তাহ্'ইউনা নিসা~আকুম, ওয়া ফী যা-লিকুম বালা~উম মির্

যারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত, এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখত, বস্তুতঃ আল্লাহর পক্ষ হতে

পারা ১ হিযব ৪ / রুকূ' ৫

رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ

রব্বিকুম আযীম। ৫০.ওয়া ইয ফারক্বনা-বিকুমুল্ বাহ্'রা ফাআনজাইনা-কুম

এ এক কঠিন পরীক্ষা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। ৫০ আর যখন সমুদ্র বিদীর্ণ করে তোমাদেরকে নিরাপদে রক্ষা করেছিলাম।

وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِذْ وٰعَدْنَا

ওয়া আগ'রক্বনা- আ-লা ফির্আউনা ওয়া আন্তুম তান্যুরূন। ৫১. ওয়া ইয ওয়া-আদ্না-

এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। ৫১ এবং যখন

مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ

মূসা- আর্বাঈনা লাইলাতান্ সুম্মাত্ তাখায্তুমুল্ ইজ্‌লা মিম্ বাঅ'দিহী

মুসার জন্য চল্লিশ রাত নির্ধারিত করে ছিলাম, তার অনুপস্থিতিতে যখন তোমরা গো বৎসকে উপাস্য রুপে গ্রহণ

وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

ওয়া আন্তুম যা-লিমূন। ৫২. সুম্মা আফাউনা-আন্কুম মিম্ বাঅ'দি যা-লিকা

করেছিলে; তখন তোমরা ঘোর অনাচার করেছিলে। ৫২ এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি,

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ

লাআল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৫৩. ওয়া ইয্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা

যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ৫৩ আর যখন আমি মুসাকে কিতাব এবং ফুরকান

وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى

ওয়াল্ ফুর্ক্বা-না লাআল্লাকুম তাহ্তাদূন। ৫৪. ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা-

দান করেছিলাম, যাতে তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হও। ৫৪ আর যখন মূসা

لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ

লিক্বউ্মিহী ইয়া-ক্বউ্মি ইন্নাকুম যালাম্তুম আন্ফুসাকুম্ বিত্তিখা-যিকুমুল্

আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো বৎসকে পূজা করে নিজেদের উপর

الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ

ইজলা ফাতূবূ- ইলা-বা-রিয়িকুম ফাক্বতুলূ- আন্ফুসাকুম, যা-লিকুম

অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তওবা করে স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও; অতঃপর নিজেদের সংযত কর,

টীকা (আয়াত ঃ ৫১) ঃ ফেরাউনের অত্যাচার হতে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর আদেশে মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলসহ গোপনে মিসর হতে প্রস্থান করলেন। তখন পথে সাগর পড়ল। আল্লাহর আদেশে সাগরের পানি বিভক্ত হয়ে রাস্তা হয়ে গেল। মূসা(আ) সদলে পার হয়ে গেলেন। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ফেরাউনও সদলবলে উক্ত পথে নেমে পড়লে উভয় দিক থেকে পানি এসে তাদের নিমজ্জিত করে মৃত্যু ঘটায়।

خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ

খইরুল্লাকুম ইন্দা বা-রিয়িকুম, ফাতা-বা আলাইকুম, ইন্নাহু হুওয়াত্ তাউওয়া-বুর্

এটিই তোমাদের জন্য উত্তম; তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করবেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমা পরায়ণ' পরম

الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى

রহীম, ৫৫. ওয়া ইয্ ক্বুল্তুম ইয়া-মূসা-লান্ নুউমিনা লাকা হাত্তা-নরল্

দয়ালু। ৫৫ এবং যখন তোমরা বলছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে

اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

-লা-হা জাহ্রাতান্ ফাআখাযাত্ কুমুস্ স্বা-ইক্বাতু ওয়া আন্তুম তান্যুরূন।

বিশ্বাস করব না। যখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে আর তা তোমরা নিজেরাই দেখেছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَ

৫৬. সুম্মা বাআস্না-কুম মিম্ বাঅ'দি মাউ্তিকুম লাআল্লাকুম তাশকুরূন। ৫৭.ওয়া

৫৬ অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ৫৭ আর

ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ

যাল্লাল্না-আলাইকুমুল্ গমা-মা ওয়া আন্যাল্না-আলাইকুমুল মান্না ওয়াস্ সাল্ওয়া-,

আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া করলাম, আর তোমাদের জন্য মান্না ও সালাওয়া প্রেরণ করলাম,

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا

কুলূ মিন্ ত্বইয়্যিবা-তি মা-রাযাক্বনা-কুম, ওয়া মা-যালামূনা-ওয়া লাকিন্ কা-নূ-

(বলেছিলাম) আমার দেয়া পবিত্র বস্তু রিযিক হিসাবে তোমরা আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন অন্যায় করেনি,

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

আন্ফুসাহুম ইয়ায্লিমূন। ৫৮. ওয়া ইয্ ক্বুল্নাদ্খুলূ হা-যিহিল্ ক্বার্ইয়াতা

বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল। ৫৮ আর যখন আমি বললাম এ জন পদে (শহরে) প্রবেশ কর

فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

ফাকুলূ মিন্হা- হাইসু শিইতুম রাগাদাঁউ্ ওয়াদ্ খুলুল্ বা-বা সুজ্জাদাউঁ

এবং যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর এবং নত শিরে দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর এবং বল 'ক্ষমা চাই'

وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

ওয়া ক্বূলূ হিত্ত্বাতুন্ নাগ'ফির্ লাকুম খত্বা-ইয়া-কুম, ওয়া সানাযীদুল্ মুহ'সিনীন।

আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্ম পরায়ণ লোকেদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব!

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا

৫৯. ফাবাদ্দালাল্ লাযীনা যালামূ ক্বাউলান্ গইরল্ লাযী ক্বীলা লাহুম ফাআন্‌যাল্‌না-

৫৯ কিন্তু যারা অন্যায় করে ছিল তারা আমার বলে দেয়া বক্তব্যকে পরিবর্তন করে দিল।

عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا

আলাল্ লাযীনা-যালামূ রিজ্‌যাম্ মিনাস্ সামা~য়ি বিমা-কা-নূ

ফলে আমি অনাচারীগণের উপর তাদের পাপের কারণে আকাশ হতে শাস্তি

يَفْسُقُوْنَ ۝٥٩ ع وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ

ইয়াফ্‌সুক্বুন।* ৬০. ওয়া ইযিস্‌তাসক্বা-মূসা-লিক্বউমিহী ফাক্বুল্‌নাদ্‌রিব্

প্রেরণ করলাম। ৬০ স্মরণ কর, যখন মূসা তার গোত্রের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম,

* রুকূ' ৬

بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ط فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط

বিআস্বা-কাল্ হাজার্, ফান্‌ফাজারত্ মিন্‌হুস্‌নাতা-আশ্‌রাতা- আইনা

(হে মূসা!) তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর, ফলে তা হতে বারটি ঝরণা প্রবাহিত হল।

قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ

ক্বদ্ আলিমা কুল্লু উনা-সিম্ মাশ্‌রবাহুম, কুলূ ওয়াশ্‌রবূ মির্

প্রত্যেক গোত্রই তাদের নিজ নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। বললাম, তোমরা পানাহার কর।

رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝٦٠ وَاِذْ قُلْتُمْ

রিয্‌ক্বিল্লা-হি ওয়া লা-তাঅ'সাউ ফিল্ আরদ্বি মুফসিদীন। ৬১. ওয়া ইয্ ক্বুল্‌তুম্

আল্লাহর দেওয়া জীবিকা থেকে, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। ৬১ আর স্মরণ কর যখন

يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

ইয়া-মূসা-লান্ নাস্ববিরা আলা-ত্বআ-মিঁউ ওয়া-হিদিন্ ফাদ্‌উ লানা-রব্বাকা

তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাদ্যের উপর আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না,

يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا

ইয়ুখ্‌রিজ্ লানা-মিম্মা-তুম্‌বিতুল আরদ্বু মিম্ বাক্বলিহা-ওয়া ক্বিস্‌সা~য়িহা-

আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন ভূমি থেকে শাক-সব্জী,

وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ

ওয়া ফূমিহা-ওয়া আদাসিহা-ওয়া বাস্বালিহা-, ক্বা-লা আতাস্‌তাব্‌দিলূনাল্

কাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ উৎপন্ন করেন। তিনি বললেন, তোমরা কি

الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ

লাযী হুবা আদ্‌না-বিল্লাযী হুবা খইর্, ইহ্‌বিত্বূ মিস্‌রন্ ফাইন্না

উত্তম বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু চাও? তাহলে এমন কোন শহরে গিয়ে বসবাস কর,

لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق

লাকুম মা-সাআল্‌তুম, ওয়া দ্বুরিবাত্ আলাই্‌হিমুয্ যিল্লাতু ওয়াল্ মাস্‌কানাতু

তোমরা যা কিছু চাও তা সেখানে পাবে। আর তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

ওয়া বা~উ বিগাদ্বাবিম্ মিনাল্লা-হ্, যা-লিকা বিআন্নাহুম কা-নূ ইয়াক্‌ফুরূনা

এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল। কেননা, তারা আল্লাহর বানীসমূহ

بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا

বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া ইয়াক্বতুলূনান্ নাবীয়্যীনা বিগই্‌রিল্ হাক্ব, যা-লিকা বিমা-

অস্বীকার করত আর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তাদের অবাধ্যতা

৭ রুকু' বাক্বারা *

عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

আসাউ্ ওয়া কা-নূ ইয়াঅ'তাদূন। * ৬২. ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়াল্

ও সীমালংঘনের কারণেই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল। ৬২ নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসী,

الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

লাযীনা হা-দূ ওয়ান্ নাস্বা-রা- ওয়াস্ স্বা-বিয়ীনা মান্ আ-মানা বিল্লা-হি

আর যারা ইহুদী এবং খৃস্টান ও সাবেয়ী, যারাই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

ওয়াল্ ইয়াউ্‌মিল্ আ-খিরি ওয়া আমিলা স্বা-লিহান্ ফালাহুম আজ্‌রুহুম ইন্‌দা

বিশ্বাস রাখে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার।

رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ

রব্বিহিম্, ওয়া লা- খউ্‌ফুন্ আলাই্‌হিম ওয়া লা- হুম ইয়াহ'যানূন। ৬৩. ওয়া ইয্

তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না। ৬৩ স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের

أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خُذُوا مَا

আখয্‌না- মীসা-ক্বাকুম ওয়া রাফাঅ'না- ফাউ্‌ক্বাকুমুত্ ত্বূর, খুযূ মা-

অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুরকে তোমাদের উপর উত্তোলন করে (বলেছিলাম) যা দিলাম

اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

আ-তাইনা-কুম বিক্কুউ্ওয়াতিউঁ ওয়ায্কুরূ মা- ফীহি লাআল্লাকুম তাত্তাকূন।

তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা, স্মরণ রাখ, যেন তোমরা সতর্ক হয়ে চলতে পার।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

৬৪. সুম্মা তাওয়াল্লাইতুম মিম্ বাঅ'দি যা-লিক্, ফালাউ্লা- ফাদ্বলুল্লা-হি আলাইকুম

৬৪ এর পরও তোমরা তা থেকে ফিরে গেলে, তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর দয়া

وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

ওয়া রহ্ব'মাতুহু লাকুন্তুম্ মিনাল্ খা-সিরীন। ৬৫. ওয়া লাক্বদ্ আলিম্তুমুল্

ও অনুগ্রহ না থাকলে, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। ৬৫ এবং তোমাদের মধ্যে যারা

الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا

লাযীনাঅ'তাদাউ্ মিন্কুম ফিস্ সাব্তি ফাক্বুল্না- লাহুম কূনূ

শনিবারে (বিশ্রাম দিনের) সীমালংঘন করেছিল, তোমরা তাদের জান। আমি বললাম, তোমরা

قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا

ক্বিরাদাতান্ খা-সিয়ীন। ৬৬. ফাজাআল্না-হা-নাকা-লাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহা-

ঘৃণিত বানর হও। ৬৬ এ ঘটনাকে আমি তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত

وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى

ওয়া মা-খাল্ফাহা-ওয়া মাউ্ইযাতাল্ লিল্ মুত্তাক্বীন। ৬৭. ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা-

ও সাবধানীদের জন্য উপদেশস্বরূপ করেছি। ৬৭ আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল,

لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا

লিক্বউ্মিহী- ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মুরুকুম আন্ তায্বাহু, বাক্বারহ্, ক্বা-লূ-

আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন একটি গাভী যবেহ করার। তারা বলল, তুমি কি

اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ

আতাত্তাখিযুনা-হুযুবা-, ক্বা-লা আউযু বিল্লা-হি আন্ আকূনা মিনাল্

আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মূসা বলল, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই, যাতে আমি অজ্ঞদের দলভুক্ত

الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ

জা-হিলীন। ৬৮. ক্বা-লুদ্উ লানা-রব্বাকা ইয়ুবাইয়্যিল্ লানা-মা-হীয়া, ক্বা-লা

না হই। ৬৮ তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে বল, স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে,

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ط عَوَانٌ

ইন্নাহু ইয়াক্বূলু ইন্নাহা-বাক্বারাতুল্ লা-ফা-রিদ্বুঁউ ওয়া লা-বিক্‌র, আওয়া-নুম

তা কিরূপ হবে? মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন, তা এমন একটি গাভী যা না হবে বৃদ্ধ আর না বাছুর

بَيْنَ ذَٰلِكَ ط فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا

বাইনা যা-লিক্, ফাফ্‌আলূ মা- তুউ'মারূন। ৬৯. ক্বা-লুদ্‌উ লানা-

বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী, সুতরাং তোমরা নির্দেশ পালন কর। ৬৯ তারা বলল,

رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ط قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

রব্বাকা ইয়ুবাইয়্যিল্ লানা-মা-লাউ্নুহা-, ক্বা-লা ইন্নাহূ ইয়াক্বূলু ইন্নাহা-

তোমার প্রতিপালককে বল যেন স্পষ্ট করে বলে দেন তার কি রং? মূসা বলল, তিনি বলেছেন

بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا

বাক্বারাতুন্ স্বফ্‌রা~উ ● ফা-ক্বিউল্ লাউ্নুহা-তাসুর্‌রুন্ না-যিরীন। ৭০. ক্বা-লুদ্‌উ

উহা হলুদ বর্ণের গাভী, রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়। ৭০ তারা বলল, তুমি তোমার

ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ط

লানা-রব্বাকা ইয়ুবাইয়্যিল্ লানা-মা-হিয়া ● ইন্নাল্ বাক্বারা তাশা-বাহা-আলাইনা-,

প্রতিপালককে বল, তিনি যেন স্পষ্টভাবে বলে দেন সেটা কি ধরনের? কেননা, গাভী তো আমাদের

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

ওয়া ইন্না-ইন্‌শা~আল্লা-হু লামুহ্‌তাদূন। ৭১. ক্বা-লা ইন্নাহু ইয়াক্বূলু ইন্নাহা-

নিকটে এই রকমের। আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই আমরা সুপথ পাব। ৭১ মূসা বলল,

بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ

বাক্বারাতুল্ লা-যালূলুন্ তুসীরুল আর্‌দ্বা ওয়া লা-তাস্‌ক্বিল হার্‌স্,

তিনি বলছেন, সেটা এমন একটি গাভী যা জমি চাষে ও পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি,

مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ط قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط

মুসাল্লামাতুল্ লা-শিআতা ফীহা-, ক্বা-লুল্ আ-না জিই'তা বিল্-হাক্ব্,

সুস্থ ও নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সঠিক বর্ণনা বলে দিলে, অতঃপর তারা

রুকু ৮

فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا

ফাযাবাহুহা-ওয়া মা-কা-দূ ইয়াফ্‌আলূন।* ৭২. ওয়া ইয্ ক্বাতাল্‌তুম নাফ্‌সান্

তাদের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সেটি যবেহ্ করেছিল। ৭২ স্মরণ কর যখন তোমরা এক জন

فَادّٰرَءۡتُمۡ فِيۡهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخۡرِجٌ مَّا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ ﴿۷۲﴾

ফাদ্দা-রা'তুম্ ফীহা-, ওয়াল্লা-হু মুখ্‌রিজুম্ মা-কুন্‌তুম তাক্‌তুমূন।

ব্যক্তিকে হত্যা করে একে অপরের উপর দোষারোপ করছিলে তখন আল্লাহ গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাইলেন।

فَقُلۡنَا اضۡرِبُوۡهُ بِبَعۡضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحۡيِ اللّٰهُ الۡمَوۡتٰى

৭৩. ফাক্বুল্‌নাদ্‌রিবূহু বিবা'দ্বিহা-, কাযা-লিকা ইয়ুহ্‌য়িল্লা-হুল মাউ্‌তা- ৭

৭৩ অতঃপর আমি বললাম, এর (গাভীটির) এক অংশ দ্বারা ওকে আঘাত কর, এভাবে আল্লাহ মৃতকে

وَيُرِيۡكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۷۳﴾ ثُمَّ قَسَتۡ

ওয়া ইয়ুরীকুম আ-ইয়া-তিহী লাআল্লাকুম তা'ক্বিলূন। ৭৪. সুম্মা ক্বাসাত্

জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান, যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৭৪ এরপরও

قُلُوۡبُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالۡحِجَارَةِ اَوۡ اَشَدُّ

ক্বুলূবুকুম মিম্ বা'দি যা-লিকা ফাহিয়া কাল্‌হিজা-রতি আউ্ আশাদ্দু

তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন তা পাষাণ বা তার চেয়েও কঠিনতর;

قَسۡوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الۡحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنۡهُ الۡاَنۡهٰرُ ؕ

ক্বস্‌ওয়াহ্, ওয়া ইন্না মিনাল্ হিজা-রাতি লামা-ইয়াতাফাজ্জারু মিন্‌হুল্ আন্‌হা-র্,

কিছু পাথর এমন আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়,

وَاِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ الۡمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنۡهَا

ওয়া ইন্না মিন্‌হা-লামা-ইয়াশ্‌শাক্বক্বাকু ফাইয়াখ্‌রুজু মিনহু-ল্ মা~উ্, ওয়া ইন্না মিন্‌হা-

আবার কোন কোন পাথর বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়;

لَمَا يَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

লামা-ইয়াহ্‌বিতু মিন্ খশ্‌ইয়াতিল্লা-হ্, ওয়া মাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ আম্মা-

আর কতক আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে। এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ

تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۷۴﴾ اَفَتَطۡمَعُوۡنَ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ

তা'মালূন। ৭৫. আফাতাত্‌মাউনা আইঁ ইয়ু'মিনূ লাকুম ওয়া ক্বাদ্ কা-না

অনবহিত নন। ৭৫ তোমরা কি এখনও আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় বিশ্বাস করবে?

فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُوۡنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوۡنَهٗ

ফারীক্বুম মিন্‌হুম ইয়াস্‌মাউনা কালা-মাল্লা-হি সুম্মা ইয়ুহার্‌রিফূনাহু

যখন তাদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত এবং তা বুঝার পরও

مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ

মিম্ বাঅ'দি মা-আক্বালূহু ওয়া হুম ইয়াঅ'লামূন। ৭৬. ওয়া ইযা-লাক্বুল্ লাযীনা

জেনে-শুনে তাকে বিকৃত করে দিত। ৭৫ এবং তারা যখন বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলত হয়,

آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا

আ-মানূ ক্বা-লূ- আ-মান্না-, ওয়া ইযা- খালা- বাঅ'দুহুম ইলা- বাঅ'দ্বিন্ ক্বা-লূ-

তখন বলে আমরা বিশ্বাস করেছি, আবার যখন একান্তে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়,

أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ

আতুহাদ্দিসূনাহুম বিমা-ফাতাহাল্লাহু - আলাইকুম লিইয়ুহা~জ্জূকুম্

তখন বলে, আল্লাহর প্রকাশ করা বিষয় কেন তাদের বলে দিচ্ছ, যাতে তারা তা দিয়ে

بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ

বিহী ইন্‌দা রব্বিকুম, আফালা-তাঅ'ক্বিলূন। ৭৭. আওয়ালা-ইয়াঅ'লামূনা

তোমাদের প্রভুর তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাবে, তোমরা কি তা বোঝ না? ৭৬ তারা কি জানে না

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ

আন্নাল্লা-হা ইয়াঅ'লামু মা-ইয়ুসির্রূনা ওয়া মা-ইয়ুউ'লিনূন। ৭৮. ওয়া মিন্‌হুম

যে, আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত আছেন। ৭৭ আর তাদের মধ্যে এমন কিছু

أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

উম্মীয়্যূনা লা-ইয়াঅ'লামূনাল্ কিতা-বা ইল্লা- আমা-নীয়্যা ওয়া ইন্‌হুম ইল্লা-

নিরক্ষর লোক আছে যাদের মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাবের (ঐশী গ্রন্থের) কোন জ্ঞান নেই,

يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ

ইয়াযুন্নূন।- ৭৯. ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা ইয়াক্‌তুবূনাল্ কিতা-বা বিআইদীহিম

তারা কেবল মনগড়া ধারণা করে। ৭৮ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা

ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا

সুম্মা ইয়াক্বূলূনা হা-যা-মিন্ ইন্দিল্লা-হি লিইয়াশ্‌তারূ বিহী সামানান্

করে এবং বলে এ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যেন তার বিনিময়ে তারা গ্রহণ করতে পারে তুচ্ছ মূল্য।

قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا

ক্বলীলা-, ফাওয়াইলুল্ লাহুম মিম্মা-কাতাবাত্ আইদীহিম ওয়া ওয়াইলুল্ লাহুম মিম্মা-

তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য রয়েছে শাস্তি, আর তাদের উপার্জিত বস্তুর কারণেও

يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ط

ইয়াক্‌সিবূন ৮০. ওয়া ক্বা-লূ লান্ তামাস্‌সানান্ না-রু ইল্লা- আইয়্যা-মাম্ মাঅ'দূদাহ্,

তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে। ৮০ তারা বলে, কয়েকটি দিন ছাড়া আগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।

قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ

ক্বুল আত্তাখায্‌তুম ইন্‌দাল্লা-হি আহ্‌দান ফালাইঁ ইয়ুখ্‌লিফাল্লাহু - আহ্‌দাহূ-

বলুন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে এ বিষয়ে কোন অঙ্গীকার নিয়েছ? যাতে আল্লাহ্ স্বীয় অঙ্গীকার

اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلٰى مَنْ كَسَبَ

আম্ তাক্বূলূনা আলাল্লা-হি মা-লা-তাঅ'লামূন। ৮১. বালা- মান্ কাসাবা

ভঙ্গ করবেন না; নাকি আল্লাহ্ সম্বন্ধে না জেনে এমন বলছ? ৮১ হ্যাঁ যে ব্যক্তি পাপ করে

سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـئَتُهٗ فَاُولٰٓـئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج

সাইয়্যিআতাওঁ ওয়া আহা-ত্বত্ বিহী খাত্বী~আতুহূ ফাউলা~য়িকা আস্বহা-বুন্ না-র্,

এবং তাকে তার পাপ ঘিরে ফেলে, তারাই অগ্নিবাসী।

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

হুম ফীহা-খা-লিদূন। ৮২. ওয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া আমিলুস্ স্বা-লিহা- তি

সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ৮২ আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে,

اُولٰٓـئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع وَاِذْ اَخَذْنَا

উলা~য়িকা আস্বহা-বুল্ জান্নাহ্, হুম ফীহা খা-লিদূন।* ৮৩. ওয়া ইয্ আখয্‌না-

তারাই জান্নাতবাসী সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ৮৩ আর স্মরণ কর! যখন বনী ইসরাঈলের

৯ রুকূ'উ *

مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ

মীসা-ক্বা বানী ইস্‌রা~য়ীলা লা- তাঅ'বুদূনা ইল্লাল্লা-হ্ ওয়া বিল্ ওয়া-লিদাইনি

নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা করবে না,

اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا

ইহ্'সা-নাওঁ ওয়া যিল্ ক্বুরবা-ওয়াল্ ইয়াতা-মা-ওয়াল্ মাসা-কীনি ওয়া ক্বুলূ

আর মাতা-পিতা, আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন ও দীন-দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط

লিন্না-সি হুস্‌নাওঁ ওয়া আক্বীমুস্ স্বলা-তা ওয়া আ-তুয্ যাকা-হ্,

মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে, নামাযকে যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে, আর যাকাত প্রদান করবে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾

সুম্মা তাওয়াল্লাইতুম ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিন্কুম ওয়া আন্তুম মু'উ রিদূন।

অতঃপর অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা পরাঙ্মুখ হয়ে গেলে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ

৮৪.ওয়া ইয্ আখয্না-মীসা-ক্বাকুম লা-তাস্ফিকূনা দিমা~আকুম ওয়া লা-তুখ্রিজূনা

৮৪ আর যখন আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম যে, পরস্পর রক্তপাত ঘটাবে না, তোমাদের

اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾

আন্ফুসাকুম মিন্ দিয়া-রিকুম সুম্মা আক্বররতুম ওয়া আন্তুম তাশ্হাদূন।

লোকদেরকে বাড়ি হতে বহিষ্কার করবে না, অতঃপর তোমরা ত্রুটি স্বীকার করে ছিলে, এ বিষয়ে তোমরাই তার সাক্ষী।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا

৮৫. সুম্মা আন্তুম হা-উলা~য়ি তাক্বতুলূনা আন্ফুসাকুম ওয়া তুখ্রিজূনা ফারীক্বাম্

৮৫ তারপর তোমরা পরস্পরকে হত্যা করেছ এবং দেশ থেকে তোমরা বহিষ্কার করেছ

مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ

মিন্কুম মিন্ দিয়া-রিহিম তাযা-হারূনা আলাইহিম বিল্ইস্মি

তোমাদের এক দলকে; তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা একে অপরকে পৃষ্ঠপোষকতা

وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ

ওয়াল্ উদ্ওয়া-ন্, ওয়া ইইঁ ইয়া'তূকুম উসা-রা তুফা-দূহুম ওয়া হুওয়া

করছ এবং তারা যখন বন্দি হয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও,

مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ

মুহার্রামুন্ আলাইকুম ইখ্রা-জুহুম, আফাতুউ'মিনূনা বিবাঅ'দ্বিল্ কিতা-বি

অথচ ওদের বহিষ্কার করাই ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ, তবে কি তোমরা ধর্মগ্রন্থের

وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ

ওয়া তাক্ফুরূনা বিবাঅ'দ্ব, ফামা- জাযা~উ মাইঁ ইয়াফ্আলু যা-লিকা

কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে

مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

মিন্কুম ইল্লা-খিয্ইয়ুন ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া-, ওয়া ইয়াউ্মাল ক্বিয়া-মাতি

তাদের প্রতিফল পার্থিব জীবনে অপমান আর কিয়ামতের দিন

يُرَدُّوْنَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ

ইয়ুরদ্দূনা ইলা-আশাদ্দিল্ আযা-ব্, ওয়া মাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্

কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে

عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ

আম্মা-তাঅ'মালূন। ৮৬. উলা~য়িকাল্ লাযীনাশ্ তারাউল্ হায়াতাদ্

উদাসীন নন। ৮৬ তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে

الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

দুন্ইয়া- বিল্- আ-খিরতি ফালা- ইয়ুখফ্ফাফু আন্হুমুল আযা-বু

ক্রয় করে, তাই তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না।

وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾ ع وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ

ওয়া লা-হুম ইয়ুন্স্বরূন।* ৮৭. ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা

আর তারা কোন সাহায্য পাবে না। ৮৭ নিশ্চয়ই আমি মূসাকে তৌরাত গ্রন্থ দিয়েছি,

১০ রুকূ' *

وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ

ওয়া ক্বফ্ফাইনা- মিম্ বাঅ'দিহী বির্ রুসুলি ওয়া আ-তাইনা- ঈ-সাব্না

এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, আর মরিয়মের পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট

مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ اَفَكُلَّمَا

মার্ইয়ামাল্ বাইয়্যিনা-তি ওয়া আইয়্যাদ্না-হু বিরূহিল্ কুদুস্, আফাকুল্লামা-

প্রমাণ দিয়েছি এবং রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছি,

جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج

জা~আকুম রসূলুম বিমা-লা তাহ্ওয়া-আন্ফুসুকুমুস্ তাক্বারতুম,

তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন বিধান নিয়ে আগমন করেছেন যা তোমাদের মনঃপুত নয়, তখন

فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوْا

ফাফারীক্বন্ কায্যাবত্তুম ওয়া ফারীক্বন্ তাক্বতুলূন। ৮৮. ওয়া ক্বা-লূ

তোমরা অহংকার করেছ, কতককে মিথ্যাবাদী বলেছ, আর কতককে হত্যা করেছ? ৮৮ তারা বলেছিল,

টীকা (আঃ ৮৮) ঃ ইহুদীগণ বলত যে, নবী (সাঃ) যে ধর্ম ব্যবস্থার শিক্ষা দিচ্ছেন, আমরা এ ব্যবস্থাকে এজন্য গ্রহণ করতে পারি না যে আমরা অতিশয় সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন লোক। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের অন্তঃকরণসমূহ আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, "তাদের এ যুক্তি মিথ্যা এবং অন্তঃসারশূন্য। তাদের অন্তঃকরণসমূহ সুরক্ষিত নয় বরং সেগুলোর উপর আল্লাহর শাস্তি নিপতিত হয়েছে। এজন্য পূর্ণ হেদায়াতের মর্যাদা তারা অনুধাবন করতে পারছে না। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ অন্তরই কেবল সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। (মাদরিক)।

قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا

ক্বুলূবুনা-গুল্ফ্, বাল্ লাআনাহুমুল্লা-হু বিকুফ্রিহিম ফাক্বালীলাম্

আমাদের মন আচ্ছাদিত বরং সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন।

مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

মা-ইয়ুউ’মিনূন। ৮৯. ওয়া লাম্মা-জা~আহুম কিতা-বুম্ মিন্ ইন্দিল্লা-হি

তাদের সামান্য সংখ্যকই বিশ্বাস করে। ৮৯ যখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ধর্ম গ্রন্থ আসল যা,

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى

মুস্বাদ্দিক্বুল লিমা-মাআহুম ○ ওয়া কা-নূ মিন্ ক্বাব্লু ইয়াস্তাফ্তিহূনা আলাল্

তাদের ধর্মগ্রন্থের সমর্থক; আর ইতিপূর্বে তারা অবিশ্বাসীদের ওপর

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ؗ

লাযীনা কাফারূ, ফালাম্মা-জা~আহুম মা- আরাফূ কাফারূ বিহী

এর সাহায্যে জয়ের আশাও করত কিন্তু যখন ঐ পরিচিত ধর্মগ্রন্থ আসল তখন তা অস্বীকার করল;

فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ

ফালাঅ’নাতুল্লা-হি আলাল্ কা-ফিরীন। ৯০. বিই’সামাশ্ তারাউ বিহী-

আর অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। ৯০ তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা

اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ

আন্ফুসাহুম আইঁ ইয়াক্ফুরূ বিমা-আন্যালাল্লা-হু বাগ’ইয়ান্ আইঁ ইয়ুনায্যিলাল্

বিক্রি করেছে তাদের আত্মাকে; আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ

-লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী আলা-মাইঁ ইয়াশা~উ মিন্ ইবা-দিহ্, ফাবা~উ

করত শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ্ স্বীয় দাসদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে অনুগ্রহ করেন।

بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

বিগাদ্বাবিন্ আলা-গাদ্বব্, ওয়া লিল্ কা-ফিরীনা আযা-বুম্ মুহীন।

তাই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ

৯১. ওয়া ইযা-ক্বীলা লাহুম আ-মিনূ বিমা-আন্যালাল্লা-হু ক্বা-লূ নুউ’মিনু বিমা~

৯১ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর। তখন তারা বলে,

أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ

উন্যিলা আলাইনা-ওয়া ইয়াক্ফুরূনা বিমা-ওরা~আহু ওয়া হুয়াল্ হাক্কু

আমরা বিশ্বাস করি আমাদের উপর অবতীর্ণ বিষয়। এছাড়া সব কিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, অথচ তা সত্য

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ اللّٰهِ

মুস্বদ্দিক্বল্ লিমা-মাআহুম, ক্বুল ফালিমা তাক্বতুলূনা আম্বিয়া~আল্লা-হি

এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বলুন, ইতিপূর্বে কেন তোমরা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে?

مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوسٰى

মিন্ ক্বব্‌লু ইন্ কুন্‌তুম মুউ্'মিনীন। ৯২. ওয়া লাক্বদ্ জা~আকুম মূসা

যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে। ৯২ এবং নিশ্চয়, মূসা স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের নিকট

بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ

বিল্ বাই্যিনা-তি সুম্মাত্ তাখয্‌তুমুল্ ইজ্‌লা মিম্ বাঅ'দিহী ওয়া আন্‌তুম

এসেছিল, অথচ তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গো-বৎসের পূজা করেছিলে; তোমরা

ظٰلِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

যা-লিমূন। ৯৩. ওয়া ইয্ আখয্‌না- মীসা-ক্বাকুম ওয়া রাফাঅ'না- ফাউক্বা কুমুত্

তো সীমা লংঘনকারী। ৯৩ স্মরণ কর! যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিলাম আর তূর-কে তোমাদের

الطُّورَ ۗ خُذُوا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ۗ قَالُوا

তুর্, খুযূ মা-আ-তাই্না-কুম বিক্বুওওয়াতিউঁ ওয়াস্‌মাউ, ক্বা-লূ

উপর স্থাপন করলাম, যা তোমাদেরকে দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর। তারা বলল,

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۗ

সামিই'না-ওয়া আস্বাই'না-ওয়া উশ্‌রিবূ ফী ক্বুলূবিহিমুল্ ইজ্‌লা বিকুফ্‌রিহিম,

আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম। অবিশ্বাসের কারণে তাদের অন্তরে গো বৎস প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল।

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖٓ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

ক্বুল্ বিই্'সামা- ইয়া'মুরুকুম বিহী– ঈমা-নুকুম ইন্ কুন্‌তুম মুউ্'মিনীন।

বলুন, তোমাদের বিশ্বাস তোমাদের খুবই নিন্দনীয় কাজের নির্দেশ দেয় যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً

৯৪. ক্বুল্ ইন্ কা-নাত্ লাকুমুদ্ দা-রুল আ-খিরাতু ইনদাল্লা-হি খা-লিস্বতাম্

৯৪ বলুন, আল্লাহ পরকালের বাসস্থান শুধু তোমাদের জন্যই নির্ধারিত করে থাকলে

مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾

মিন্ দূনিন্ না-সি ফাতামান্নাবুল মাউ্তা ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন।

অন্য লোক ব্যতীত তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ

৯৫. ওয়া লাইঁ ইয়াতামান্নাউ্হু আবাদাম্ বিমা- ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম, ওয়াল্লা-হু আলীমুম্

৯৫ কিন্তু তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। এবং আল্লাহ সীমা

بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى

বিয্ যা-লিমীন। ৯৬. ওয়া লাতাজিদান্নাহুম আহ'রাস্বন্ না-সি আলা-

লংঘনকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ৯৬ নিশ্চয় আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষের

حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ

হায়া-তিন্ ওয়া মিনাল্ লাযীনা আশ্রাকূ ইয়াওয়াদ্দু আহাদুহুম লাউ্ ইয়ুআম্মারু

মধ্যে এমন কি অংশীবাদীদের চেয়ে অধিক লোভী পাবেন, তাদের প্রত্যেকেই হাজার বছর

اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ

আল্ফা সানাহ্, ওয়া মা-হুওয়া বিমুযাহ্'যিহিহী মিনাল্ আযা-বি আঁই্

বেঁচে থাকার আকাংখা করে; কিন্তু সেই দীর্ঘ জীবনও তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না;

يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ

ইয়ুআম্মার্, ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম বিমা- ইয়া'মালূন।* ৯৭. কুল্ মান্ কা-না

আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম দেখেন। ৯৭ বলুন, যে কেউ

*রুকু' ১১

عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

আদুওওয়াল্ লিজিব্রীলা ফাইন্নাহূ নায্যালাহু আলা-ক্বল্বিকা বিইয্নিল্লা-হি

জিবরাঈলের শত্রু হবে, সেতো আল্লাহর নির্দেশে আপনার অন্তরে তা অবতীর্ণ করে

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾

মুস্বদ্দিক্বল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া হুদাউঁ ওয়া বুশ্রা-লিল্ মুউ্'মিনীন।

যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ

৯৮. মান্ কা-না আদুওবাল লিল্লা-হি ওয়া মালা~য়িকাতিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়া জিব্রীলা

৯৮ যারা আল্লাহর ফেরেশতাদের, রাসূলদের, জিবরাঈলের

وَمِيكٰىلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ

ওয়া মীকা-লা ফাইন্নাল্লা-হা আদুওউল্ লিল্ কা-ফিরীন। ৯৯. ওয়া- লাক্বদ্

ও মীকাঈলের শত্রু হয় (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শত্রু। ৯৯ এবং আমরা

أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا

আন্যাল্না- ইলাইকা আ-য়া-তিম্ বাইয়্যিনা-ত্, ওয়া মা-ইয়াক্ফুরু বিহা-ইল্লাল্

আপনার প্রতি প্রকাশ্য নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। সীমালংঘনকারী ছাড়া কেউ তা

الْفٰسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيقٌ

ফা-সিক্বূন। ১০০. আওয়াকুল্লামা-আ-হাদূ আহ্দান্ নাবাযাহূ ফারীক্বুম

অস্বীকার করে না। ১০০ তবে কি! যখনই তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে, তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করে।

مِّنْهُمْ ۭ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ

মিন্হুম, বাল্ আক্সারুহুম লা-ইয়ু'মিনূন। ১০১. ওয়া লাম্মা-জা~আহুম

বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১০১ যখন আল্লাহর নিকট থেকে তাদের

رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ

রসূ-লুম মিন্ ইন্দিল্লা-হি মুস্বদ্দিক্বুল্ লিমা-মাআহুম নাবাযা

কাছে কোন রাসুল আসেন, যিনি তাদের নিকট যা আছে তার সমর্থক

فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ

ফারীক্বুম মিনাল্ লাযীনা উতুল কিতা-বা কিতা-বাল্লা-হি ওয়ারা~আ

তাদের যে ঐশী গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ হতে, তখন তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে

ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا

যুহুরিহিম কাআন্নাহুম লা-ইয়াঅ'লামূন। ১০২. ওয়াত্তাবাউ মা-তাত্লুশ্

পেছনে রেখে দিল, যেন তারা কিছুই জানে না। ১০২ আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা

الشَّيٰطِينُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ

শায়া-ত্বীনু আলা-মুল্কি সুলাইমা-ন্, ওয়া মা-কাফারা সুলাইমা-নু

আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। সুলাইমান তো সত্য অমান্য করেননি।

وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَا

ওয়া লা-কিন্নাশ্ শায়া-ত্বীনা কাফারূ ইয়ুআল্লিমূনান্ না-সাস্ সিহ্'রা ওয়া মা-

কিন্তু শয়তানেরাই অবিশ্বাস করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত

أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ

উন্‌যিলা আলাল্ মালাকাইনি বিবা-বিলা হারূ-তা ওয়া মা-রূ-ত্,
এবং যা বাবেল শহরে, হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

ওয়া মা-ইয়ুআল্লিমা-নি মিন্ আহাদিন্ হাত্তা-ইয়াক্বুলা-ইন্নামা-নাহ্‌নু ফিত্‌নাতুন
তারা শিক্ষা দেয়ার সময় বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ;

فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ

ফালা-তাক্‌ফুর্, ফাইয়াতাআল্লামূনা মিনহুমা-মা-ইয়ুফার্‌রিক্বূনা বিহী বাইনাল্
তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করো না সুতরাং তারা দুজনের নিকট এমন যাদু শিখত যা

الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا

মার্‌ই ওয়া যাউ্‌জিহ্, ওয়া মা-হুম বি দ্বা~র্‌রীনা বিহী মিন্ আহাদিন্ ইল্লা-
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তারা কারও কোনও ক্ষতি

بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ

বিইয্‌নিল্লা-হ্, ওয়া ইয়াতাআল্লামূনা মা-ইয়াদ্বুর্‌রুহুম ওয়া লা-ইয়ান্‌ফাউহুম,
করতে পারত না। যা ক্ষতি করে তাই তারা শিখত, এতে তাদের কোন উপকার হত না।

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ

ওয়া লাক্বাদ্ আলিমূ লামানিশ্‌তারা-হু মা-লাহু ফিল্ আ-খিরাতি মিন্
আর তারা নিশ্চিত জানে যে, তারা যা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই।

خَلَاقٍ ۛ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا

খালা-ক্ব, ওয়া লাবিই্'সা মা-শারউ্ বিহী-আন্‌ফুসাহুম, লাউ্ কা-নূ
তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা বিক্রয় করেছে তাদের আত্মাকে; যদি তারা

يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ

ইয়াঅ'লামূন। ১০৩. ওয়া লাউ্ আন্নাহুম আ-মানূ ওয়াত্তাক্বাউ্ লামাসূবাতুম্ মিন্
জানত। ১০৩ যদি তারা বিশ্বাসী ও সাবধানী হত, তবে অবশ্যই এর প্রতিফল

عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ইন্‌দিল্লা-হি খইর্, লাউ্ কা-নূ ইয়াঅ'লামূন।* ১০৪. ইয়া-আইয়্যুহাল্ লাযীনা
আল্লাহর নিকট উত্তম পুরস্কার পেত। যদি তারা জানত। ১০৪ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা

آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ
আ-মানূ লা-তাক্বূলূ রা-ইনা-ওয়া ক্বূলুন্ যুর্‌না-ওয়াসমাউ,
'রায়েনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বল, (অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন) এবং শুনে রাখুন

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ
ওয়া লিল্ কা-ফিরীনা আযা-বুন্ আলীম। ১০৫. মা-ইয়াওয়াদ্দুল্ লাযীনা
অবিশ্বাসীদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। ১০৫ ঐশী গ্রন্থধারীদের মধ্যে

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল কিতা-বি ওয়া লাল্ মুশ্‌রিকীনা আইঁ ইয়ুনায্‌যালা
যারা অবিশ্বাসী এবং যারা অংশীবাদী তারা চায় করে না যে, তোমাদের

عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
আলাইকুম মিন্ খইরিম্ মির্ রব্বিকুম, ওয়াল্লা-হু ইয়াখ্‌তাস্‌স্বু বিরহ্‌'মাতিহী
প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন

مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نَنْسَخْ
মাইঁ ইয়াশা~উ, ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্‌লিল্ আযীম ১০৬. মা- নান্‌সাখ্
অনুগ্রহ দিয়ে মনোনীত করেন আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ১০৬ আমি যদি কোন আয়াত রহিত

مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ
মিন্ আ-য়া-তিন্ আউ্ নুন্‌সিহা- না'তি বিখইরিম মিন্‌হা- আউ্ মিস্‌লিহা-, আলাম্
করি বা ভুলিয়ে দেই; তবে তা অপেক্ষা উত্তম বা সমতুল্য কোন আয়াত আনায়ন করি।

تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ
তাও'লাম আন্নাল্লা-হা আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ১০৭. আলাম তাও'লাম
তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান? ১০৭ তুমি কি জান না যে,

أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ
আন্নাল্লা-হা লাহু মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্ব, ওয়া মা-লাকুম
আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর? আর আল্লাহ ব্যতীত

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ
মিন্ দূনিল্লা-হি মিউঁ ওয়ালীয়্যিউঁ ওয়া লা-নাস্বীর। ১০৮. আম্ তুরীদূনা আন্
তোমাদের আর কোন বন্ধুও নেই, সাহায্যকারীও নেই। ১০৮ তোমারা কি তোমাদের রাসূলকে

تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ

তাস্‌আলূ রসূলাকুম কামা-সুয়িলা মূসা-মিন্ ক্ববল্, ওয়া মাইঁ

সেরূপ প্রশ্ন করবে যেমন, মূসাকে পূর্বে করা হয়েছিল?

يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

ইয়াতাবাদ্দালিল্ কুফ্‌রা বিল্ ঈমা-নি ফাক্বাদ্ দ্বল্লা সাওয়া~আস্ সাবীল।

যে বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে সে নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ

১০৯. ওয়াদ্দা কাসীরুম মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি লাউ্ ইয়ারুদ্দূনাকুম মিম্ বাঅ'দি

(১০৯) গ্রন্থের অনুসারীদের অনেকেই চায় যে, বিশ্বাস আনার পর বিদ্বেষবশতঃ

اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا

ঈমা-নিকুম কুফ্‌ফা-রা-, হাসাদাম্ মিন্ ইন্‌দি আন্‌ফুসিহিম মিম্ বাঅ'দি মা-

তোমাদেরকে আবার অবিশ্বাসীরূপে ফিরে পাবার আশা করে, সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও।

تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ

তাবাইয়্যানা লাহুমুল হাক্ব, ফাঅ'ফূ ওয়াস্ব্‌ফাহূ হাত্তা- ইয়া'তিয়াল্লা-হু

তোমরা তাদের ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ কোন নির্দেশ প্রদান করেন

৩/৪ পারাহ্ ⊙

بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

বিআম্‌রিহ্, ইন্নাল্লা-হা আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর⊙। ১১০. ওয়া আক্বীমুস্ স্বলা-তা

নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপরে মহা শক্তিমান। (১১০) এবং তোমরা নামায যথাযথ ভাবে

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ

ওয়া আ-তুয্ যাকা-হ্, ওয়া মা-তুক্বাদ্দিমূ লি আন্‌ফুসিকুম মিন্ খইরিন তাজিদূহু

প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দাও; তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম কাজের যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে

عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوْا

ইন্‌দাল্লা-হ্, ইন্নাল্লা-হা বিমা- তাঅ'মালূনা বাস্বীর। ১১১. ওয়া ক্বা-লূ

আল্লাহর নিকট তা পাবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (১১১) তারা বলে,

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ

লাইঁ ইয়াদ্‌খুলাল্ জান্নাতা ইল্লা-মান্ কা-না হুদান আউ্ নাস্বা-রা-,

ইহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া কেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

তিল্কা আমা-নীয়্যুহুম, ক্বুল্ হা-তূ বুর্হা-নাকুম ইন্ কুন্তুম

এটা তাদের অলীক কল্পনা; আপনি বলুন, যদি সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ

صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ

স্বা-দিক্বীন। ১১২. বালা-মান্ আস্লামা ওয়াজ্হাহূ লিল্লা-হি ওয়া হুবা

উপস্থাপন কর। ১১২ হাঁ যে কেউ আল্লাহতে সমর্পিত এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়,

مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

মুহ্ব'সিনুন্ ফালাহূ আজ্রুহু ইন্দা রব্বিহী ওয়া লা-খঊ্ফুন আলাই্হিম ওয়া লা-

তবে তার ফল রয়েছে তার প্রতিপালকের নিকট, আর তাদের কোন ভয় নেই আর

هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾ ع وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى

হুম ইয়াহ্ব'যানূন।* ১১৩. ওয়া ক্বা-লাতিল্ ইয়াহূদু লাইস্াতিন্ নাস্বা-রা-আলা-

তারা দুঃখিত হবে না। ১১৩ ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানদের কোন ভিত্তি নেই;

شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ

শাই্য়িউঁ ওয়া ক্বা-লাতিন্ নাস্বা-রা-লাই্সাতিল্ ইয়াহুদু আলা- শাই্য়িউঁ ৭

এবং খৃষ্টান রাও বলে, ইহুদীরা সত্যের ওপর নেই

وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

ওয়া হুম ইয়াত্লূনাল্ কিতা-ব্, কাযা–লিকা ক্বা-লাল্ লাযীনা লা-ইয়াঅ'লামূনা

অথচ তারা ঐশীগ্রন্থ পাঠ করে; এভাবে যারা কিছু জানে না

مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا

মিস্লা ক্বউ্লিহিম, ফাল্লা-হু ইয়াহ্ব'কুমু বাই্নাহুম ইয়াউ্মাল্ ক্বিয়া-মাতি ফী-মা-

তারাও তাদের কথার অনুরূপ বলে, তারা যা নিয়ে মতভেদ করেছিল, আল্লাহ শেষ বিচারের দিন

كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ

কা-নূ ফী-হি ইয়াখ্তালিফূন। ১১৪. ওয়া মান্ আয্লামু মিম্মাম্ মানাআ মাসা-জিদাল্

সে সবের মীমাংসা করবেন। ১১৪ যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে

اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِكَ

-লা-হি আই্ঁ ইয়ুয্কারা ফী-হাস্মুহূ ওয়া সাআ-ফী খরা-বিহা-, উলা~য়িকা

বাধা দেয় এবং তা বিনাশের চেষ্টা করে, তার থেকে বড় সীমালংঘনকারী আর কে হতে পারে?

১৩ রুকু'উ *

مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ۗ لَهُمْ فِى

মা-কা-না লাহুম আইঁ ইয়াদ্‌খুলূহা-ইল্লা- খা~য়িফীন, লাহুম ফিদ্

অথচ ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। তাদের জন্য

الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

দুন্‌ইয়া-খিয্‌ইয়ুউঁ ওয়া লাহুম ফিল্ আ-খিরাতি আযা-বুন আযীম।

পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ভোগ আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ

১১৫. ওয়া লিল্লা-হিল্ মাশ্‌রিক্বু ওয়াল্ মাগ'রিবু ফাআইনামা-তুওয়াল্লূ ফাসাম্মা ওয়াজ্‌হুল্

১১৫ আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহর; তুমি যেদিকে মুখ কর সেদিকই আল্লাহর দিক,

اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ

-লা-হ্, ইন্নাল্লা-হা ওয়া-সিউন্ আ্লীম। ১১৬. ওয়া ক্বা-লুত্ তাখাযাল্

আল্লাহ সর্বব্যাপী, মহাজ্ঞানী। ১১৬ এবং তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।"

اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ

-লা-হু ওয়ালাদান্ ৭ সুব্‌হা-নাহু, বাল্ লাহু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্

এসব থেকে তিনি পবিত্র, বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে

الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ

আর্‌দ্ব, কুল্লুল্ লাহু ক্বা-নিতূন। ১১৭. বাদীউস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্

সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। ১১৭ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর তিনিই স্রষ্টা;

الْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ

আর্‌দ্ব, ওয়া ইযা-ক্বাদ্বা-আম্‌রন্ ফাইন্নামা-ইয়াক্বূলু লাহু কুন্

যখন তিনি কিছু করতে চান তখন বলেন, "হও", আর তা

فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا

ফাইয়াকূন। ১১৮. ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা লা- ইয়াঅ'লামূনা লাউ্ লা-ইয়ুকাল্লিমুনাল্

হয়ে যায়। ১১৮ এবং যারা কিছু জানে না তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে

اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

-লা-হু আউ্ তা'তীনা-আ-ইয়াহ্, কাযা-লিকা ক্বা-লাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম

কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন দর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন? পূর্বের লোকেরাও

مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۘ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ

মিস্‌লা ক্বাউলিহিম, তাশা-বাহাত্ ক্বুলূবুহুম, ক্বদ্ বাইয়্যান্নাল্ আ-ইয়া-তি

তাদের মত কথা বলত, তাদের সকলের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী

لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ

লিক্বউমিইঁ ইয়ুক্বিনূন। ১১৯. ইন্না-আর্‌সাল্‌না-কা বিল্ হাক্বক্বি বাশীরাউঁ ওয়া

সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছি। (১১৯) আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে

نَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ

নাযীরাউঁ ● ওয়া লা- তুস্‌আলু আন্ আস্ব'হা-বিল্ জাহ্বীম। ১২০. ওয়া লান্

প্রেরণ করেছি। আর জাহান্নামীদের বিষয় আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না। (১২০) এবং আপনার প্রতি

تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ

তার্‌দ্বা-আন্‌কাল ইয়াহুদু ওয়া লান্ নাস্বা-রা- হাত্তা- তাত্তাবিআ

ইহুদী ও খৃষ্টানরা কখনও সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন।

مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ

মিল্লাতাহুম, ক্বুল ইন্না হুদাল্লা-হি হুয়াল হুদা-, ওয়া লায়িনিত্

বলুন, আল্লাহর পথ-নির্দেশই প্রকৃত পথ। জ্ঞান লাভের পর

اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ

তাবাঅ'তা আহ্‌ওয়া~আহুম বাঅ'দাল লাযী জা~আকা মিনাল্ ইল্‌মি ●

আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী হন, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে

مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾ اَلَّذِيْنَ

মা-লাকা মিনাল্লা-হি মিউঁ ওয়ালীয়্যিউঁ ওয়া লা-নাস্বীর। ১২১. আল্লাযীনা

আপনার কোন উদ্ধারকারী বা সাহায্যকারী থাকাবে না। (১২১) যাদেরকে

اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ

আ-তাইনাহুমুল কিতা-বা ইয়াত্‌লূনাহূ হাক্বক্বা তিলা-ওয়াতিহ্, উলা~য়িকা

ঐশীগ্রন্থ দিয়েছি তা যারা যথাযথভাবে পাঠ করে, তারাই

টীকাঃ (আঃ ১১৭) বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ! আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি পদার্থকে সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তাআলা কেবল মাত্র বলেন 'কুন' হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি বস্তুতে পরিণত হয়। উক্ত শব্দ 'কুন' আল্লাহর নিরুঙ্কুষ ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত মাত্র। সব কিছুর হওয়া তাঁরই ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। তাই মানবগণের উচিৎ আল্লাহরই ইচ্ছার উপরে আত্মসমর্পণ করা (হাকেম)।

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

ইয়ু'মিনূনা বিহ্, ওয়া মাইঁ ইয়াক্ফুর্ বিহী ফাউলা~য়িকা হুমুল

ওতে বিশ্বাস করে, আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারাই

الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ

খা-সিরুন।* ১২২. ইয়া-বানী~ ইস্রা~য়িলায্ কুরূ নিই'মাতিয়াল্ লাতী-

ক্ষতিগ্রস্ত। ১২২ হে বনী ইসরাইল। তোমাদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছি

১৪ রুকু'*

اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

আন্'আম্তু আলাইক্কুম ওয়া আন্নী ফাদ্দ্বল্তুকুম আলাল্ আ-লামীন।

তা স্মরণ কর এবং তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا

১২৩. ওয়াত্তাক্বূ ইয়াউমাল্ লা-তাজ্যী নাফ্সুন আন্ নাফ্সিন শাই্আউঁ ওয়া লা-

১২৩ তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, এবং কারো

يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ

ইয়ুক্ববালু মিন্হা - আদ্লুউঁ ওয়া লা-তান্ফাউহা-শাফা-আতুউঁ ওয়া লা-হুম

নিকট হতে কোন বিনিময় গৃহীত হবে না, এবং না কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবে, আর না কেউ

يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ

ইয়ুন্স্বারূন। ১২৪. ওয়া ইযিব্তালা-ইব্রা-হীমা রব্বুহু বিকালিমা-তিন্

সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ১২৪ আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কিছু কথা দ্বারা পরীক্ষা

فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ

ফাআতাম্মাহুন্, ক্বা-লা ইন্নী জা ইলুকা লিন্ না-সি ইমা-মা-, ক্বা-লা ওয়া মিন্

করেছিলেন, যখন তিনি তা পূর্ণ করলেন; আল্লাহ্ বললেন, আমি "তোমাকে মানুষের নেতা করেছি।" সে বলল,

ذُرِّيَّتِيْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا

যুর্রীয়্যাতী, ক্বা-লা লা- ইয়ানা-লু আহ্দিয্ যা-লিমীন। ১২৫. ওয়া ইয্ জাআল্নাল্

"আমার বংশধরগণের মধ্যে হতেও"? আল্লাহ্ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘকারীদের জন্য নয়। ১২৫ স্মরণ কর!

الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ

বাইতা মাসা-বাতাল্ লিন্ না-সি ওয়া আম্না-, ওয়াত্তাখিযূ মিম্

যখন কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপদ স্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম ; এবং বলেছিলাম

مَقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ

মাক্বা-মি ইব্‌রা-হীমা মুস্বল্লা-, ওয়া আহিদ্‌না-ইলা-ইব্‌রা-হীমা ওয়া

ইবরাহীমের দাঁড়াবার জায়গাকে নামাযের স্থান কর; আর আমি আদেশ করেছিলাম, ইব্‌রাহীম ও

اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ

ইস্‌মা-ঈলা আন্ ত্বহ্‌হিরা বাই্‌তিয়া লিত্ব্ ত্বা~য়িফীনা ওয়াল্ আ-কিফীনা

ইসমাঈলকে যারা এর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করবে, এতে বসে ধ্যান করবে, আর রুকূ ও সিজদাকারীদের

وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ

ওয়ার্ রুক্কাইস্ সুজূদ। ১২৬. ওয়া ইয্ ক্বা-লা ইব্‌রা-হীমু রব্বিজ্‌আল্

জন্য তোমরা আমার ঘরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। ১২৬ আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বলেছিল,

هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ

হা-যা-বালাদান্ আ-মিনাঙঁ ওয়ার্‌যুক্ব আহ্‌লাহু মিনাস্ সামারা-তি মান্

হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর করো, এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্

اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ

আ-মানা মিন্‌হুম বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল আ-খির্, ক্বা-লা ওয়া মান্ কাফারা

ও পরকালকে বিশ্বাস করে তাদের ফলমূল হতে জীবিকা দান করো, আল্লাহ বললেন, অবিশ্বাসীকেও

فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ

ফাউমাত্তিউহু ক্বলীলান্ সুম্মা আয ত্বরুর্‌হূ ইলা-আযা-বিন্ না-র্,

কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব, তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তির প্রতি বাধ্য করব,

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۶﴾ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ

ওয়া বিই'সাল্ মাস্বীর। ১২৭. ওয়া ইয্ ইয়ার্‌ফাউ ইব্‌রা-হীমুল ক্বাওয়াইদা

আর তা কত নিকৃষ্ট স্থান। ১২৭ যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল

مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ

মিনাল্ বাই্‌তি ওয়া ইস্‌মা-ঈল, রব্বানা-তাক্বাব্বাল্ মিন্না, ইন্নাকা

তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কাজকে গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি

টীকা ঃ (আঃ ১২৬) মহান আল্লাহর আদেশে হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন ও নির্মাণ করেন। হযরত নূহ (আঃ) এর যুগের মহা প্লাবনে তা ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর আদেশ ক্রমে পুরানো ভিত্তির উপর দ্বিতীয় বার কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। নির্মাণের সময় পিতা ও পুত্রের আবেগ মথিত কণ্ঠ গীতিময় হয়ে উঠেছিল। তারা প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন মহান আল্লাহর দরবারে "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের এই কাজকে আপনি গ্রহণ করুন। আপনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।

أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ

আন্তাস্ সামীউল্ আলীম। ১২৮. রব্বানা-ওয়াজ্আল্না-মুস্লিমাইনি

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (১২৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত

لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا

লাকা ওয়া মিন্ যুররীয়্যাতিনা- উম্মাতাম্ মুস্লিমাতাল্ লাকা ওয়া আরিনা মানা-সিকানা-

করুন, আমাদের বংশ হতেও এক অনুগত উম্মত করুন, এবং আমাদের দেখিয়ে দিন উপাসনার

وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ

ওয়াতুব্ আলাইনা- ইন্নাকা আন্তাত্ তাওওয়া-বুর্ রহীম। ১২৯. রব্বানা-ওয়াব্আস্

নিয়ম-পদ্ধতি এবং আমাদের ক্ষমা করে দিন। আপনি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১২৯) হে আমাদের

فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

ফীহিম রসূলাম মিন্হুম ইয়াত্লূ আলাইহিম আ-ইয়া-তিকা ওয়া ইয়ুআল্লিমুহুমুল

প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের কাছে এক রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

কিতা-বা ওয়াল্ হিক্মাতা ওয়া ইয়ুযাক্কীহিম, ইন্নাকা আন্তাল্ আযীযুল্

নিকট পড়বেন, এবং তাদের গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন।

১৫ রুকু' *

الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا

হাকীম।* ১৩০. ওয়া মাইঁ ইয়ার্গবু আম্ মিল্লাতি ইব্রা-হীমা ইল্লা-

নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৩০) যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইবরাহীমের

مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ

মান্ সাফিহা নাফ্সাহ্, ওয়া লাক্বদিস্ ত্বফাইনা-হু ফিদ্ দুন্ইয়া-,

ধর্মাদর্শ হতে কে বিমুখ হবে? আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি; আর পরকালেও সে হবে

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ

ওয়া ইন্নাহু ফিল্ আ-খিরাতি লামিনাস্ স্বা-লিহীন। ১৩১. ইয্ ক্বা-লা লাহু

সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত। (১৩১) আর যখন তার প্রতিপালক তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ কর'',

رَبُّهُ أَسْلِمْ ۙ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ

রব্বুহু আস্লিম ৭ ক্বা-লা আস্লাম্তু লিরব্বিল্ আ-লামিন। ১৩২. ওয়া ওয়াস্স্বা

সে বলেছিল, ''আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।'' (১৩২) আর এরই

بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى

বিহা- ইব্‌রা- হিমু বানীহি ওয়া ইয়াঅ'ক্বুব, ইয়া-বানীয়া ইন্নাল্লা-হাস্‌ত্বফা-

নির্দেশ ইব্‌রাহীম ও ইয়া'কূব তার পুত্রদেরকে দিয়েছিল, হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে

لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اَمْ

লাকুমুদ্ দীনা ফালা-তামূতুন্না ইল্লা-ওয়া আন্‌তুম মুস্‌লিমূন। ১৩৩. আম্

(জীবন ব্যবস্থা হিসেবে) মনোনীত করেছেন। অতএব আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করো না। ১৩৩ তোমরা

كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ

কুন্‌তুম্ শুহাদা~আ ইয্ হাদ্বারা ইয়াঅ'ক্বুবাল্ মাউ্তু ৱ ইয্ ক্বা-লা

কি ইয়া'কূবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলে? সে যখন তার পুত্রদের বলেছিল,

لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ ۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ

লিবানীহি মা- তাঅ'বুদূনা মিম্ বাঅ'দী, ক্বা-লূ নাঅ'বুদু ইলা-হাকা

তোমরা আমার পরে কার উপাসনা করবে? তারা বলেছিল, যিনি আপনার উপাস্য,

وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ

ওয়া ইলা-হা আ-বা~য়িকা ইব্‌রা-হীমা ওয়া ইস্‌মা-ঈলা ওয়া ইস্‌হা-ক্বা ইলা-হাঁও ওয়াহিদা,

এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যেরই উপাসনা করব,

وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا

ওয়া নাহ্‌নু লাহু মুসলিমূন। ১৩৪. তিল্‌কা উম্মাতুন ক্বদ্ খালাত্, লাহা-মা-

এবং আমার নিকট তাঁরই আত্মসমর্পণ করব। ১৩৪ সেই (উম্মত) দল অতীত হয়েগেছে,

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا

কাসাবাত্ ওয়া লাকুম মা-কাসাব্‌তুম, ওয়া লা-তুস্‌আলূনা আম্মা-কা-নূ

তাদের কৃতকর্ম তাদের, আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের, তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে

يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ

ইয়াঅ'মালূন। ১৩৫. ওয়া ক্বা-লূ কূনূ হূদান্ আউ্ নাস্বারা-তাহ্‌তাদূ,

তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। ১৩৫ তারা বলে, "ইহুদী অথবা খৃষ্টান হও"

টীকা ঃ (আ ঃ ১৩২) মুসলিম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী, অর্থাৎ যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে। একমাত্র আল্লাহকেই নিজের প্রতিপালক, কর্ম নির্ধারক ও উপাস্য বলে মান্য করে। আল্লাহর নিকট থেকে আগত নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করে। এই বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের নাম ইসলাম। আর এটাই হচ্ছে সমস্ত রসূল ও নবী গণের দ্বীন (ধর্ম) বা জীবন ধারা। যা পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে চলে এসেছে।

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ

ক্বুল্ বাল্ মিল্লাতা ইব্‌রা-হীমা হ্বানীফা-, ওয়া মা কা-না মিনাল্

সঠিক পথ পাবে। বলুন, বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব;

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ

মুশ্‌রিকীন। ১৩৬. ক্বু-লূ- আ-মান্না বিল্লা-হি ওয়া মা-উন্‌যিলা ইলাই্‌না- ওয়া মা-

তিনি অংশীবাদীদের মধ্যে ছিলেন না। (১৩৬) তোমরা বল, আমরা বিশ্বাস করিলাম আল্লাহর প্রতি এবং

اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

উন্‌যিলা ইলা ইব্‌রা-হীমা ওয়া ইস্‌মা-ঈলা ওয়া ইস্‌হা-ক্বা ওয়া ইয়াঅ'ক্বূবা

যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি; এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইস্‌হাক, ইয়া'কূব

وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ

ওয়াল্ আস্‌বা-ত্বি ওয়া মা- উতিয়া মূসা ওয়া ঈসা ওয়া মা- উতিয়ান্

ও তাদের বংশধরগণের প্রতি। আর যা প্রতিপালকের পক্ষ হতে মূসা,

النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ

নাবীয়্যূনা মির্ রব্বিহিম্, লা নুফার্‌রিক্বু বাই্‌না আহ্বাদিম্ মিন্‌হুম্,

ঈসা ও অন্যান্য নবীদের দেওয়া হয়েছে। আমরা তার মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, এবং আমরা

وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ

ওয়া নাহ্ব'নু লাহু মুস্‌লিমূন। ১৩৭. ফাইন্ আ-মানূ বিমিস্‌লি মা- আ-মান্‌তুম বিহী

তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। (১৩৭) অতঃপর তারা যদি বিশ্বাস করে তোমরা যেমন বিশ্বাস করেছ,

فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ

ফাক্বাদিহ্‌তাদাউ, ওয়া ইন্ তাওয়াল্লাউ্ ফাইন্নামা হুম ফী শিক্বা-ক্ব্

তবে নিশ্চয়ই তারা সৎপথ পাবে; যদি তারা ফিরে যায়, তবে হঠকারিতাই করবে,

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ

ফাসাইয়াক্‌ফীকা হুমুল্লা-হু ওয়া হুওয়াস্ সামীউল্ আলীম। ১৩৮. স্বিব্‌গতাল্

তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি শুনেন, জানেন। (১৩৮) আল্লাহর রঙে

اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۖ وَّنَحْنُ لَهٗ

-লা-হ্, ওয়া মান্ আহ্ব'সানু মিনাল্লা-হি স্বিব্‌গতাউঁ ওয়া নাহ্ব'নু লাহু

বিরঞ্জিত আমরা আল্লাহর রঙ অপেক্ষা উত্তম রঙে অধিকতর সুন্দর আর কে? আমরা তো তাঁরই

عٰبِدُوْنَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ

আ-বিদূন। ১৩৯. ক্বুল আতুহা~জ্জুনানা-ফিল্লা-হি ওয়া হুওয়া রব্বুনা-ওয়া

উপাসনাকারী। ১৩৯ বলুন, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে চাও? অথচ তিনি

رَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَ نَحْنُ لَهٗ

রব্বুকুম, ওয়া লানা- আঅ'মা-লুনা- ওয়া লাকুম আঅ'মা-লুকুম, ওয়া নাহ্'নু লাহু

আমাদেরও প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক, আমাদের কর্ম আমাদের, এবং তোমাদের কর্ম

مُخْلِصُوْنَ ﴿۱۳۹﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ

মুখ্‌লিস্বূন। ১৪০. আম্ তাক্বূলূনা ইন্না ইব্‌রা-হীমা ওয়া ইস্‌মা-ঈলা

তোমাদের, আমরা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ। ১৪০ তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাইল,

وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ

ওয়া ইস্‌হা-ক্বা ওয়া ইয়াঅ'ক্বুবা ওয়াল আস্‌বা-ত্বা কা-নূ হুদান্ আউ্

ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরেরা ইহুদী বা খৃষ্টান ছিল?

نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ

নাস্বা-রা-, ক্বুল আআন্‌তুম আঅ'লামু আমিল্লা-হ্, ওয়া মান্ আয্‌লামু মিম্মান

বলুন, তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ্? তার চেয়ে বড় সীমালংঘনকারী আর কে,

كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

কাতামা শাহা-দাতান্ ইন্‌দাহু মিনাল্লা-হ্, ওয়া মাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ আম্মা-

যে গোপন করে আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত প্রমাণ? তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ

تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۰﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ

তাঅ'মালূন। ১৪১. তিল্‌কা উম্মাতুন ক্বাদ্ খালাত্, লাহা মা- কাসাবাত্ ওয়া লাকুম

সম্যক অবগত। ১৪১ এই দল (উম্মত) যারা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা

مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۱﴾ ع

মা কাসাব্‌তুম, ওয়া লা-তুস্‌আলূনা আম্মা-কা-নূ ইয়াঅ'মালূন।*

তাদের কৃতকর্ম, তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের। তাদের কর্মের ব্যাপারে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে না।

রুকূ' ১৬ *

টীকা (আঃ ১৩৪) ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল যে, পিতা-মাতার পাপের জন্য তাদের সন্তানগণ দায়ী হবে এবং সন্তানেরা পিতা মাতার সৎ কাজের সওয়াব বা পূণ্যের অংশীদার হবে। এ একটা ভ্রান্ত ধারণা। মহান আল্লাহপাক উক্ত আয়াতে তাদের ভ্রান্ত ধারনাকে খণ্ডন করে বলেছেন, প্রতেকেই নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। এক জনের বোঝা অপরজন বহন করবে না (সুঃ কোঃ)।